৭৮৬/৯২

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

Pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৯২

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?

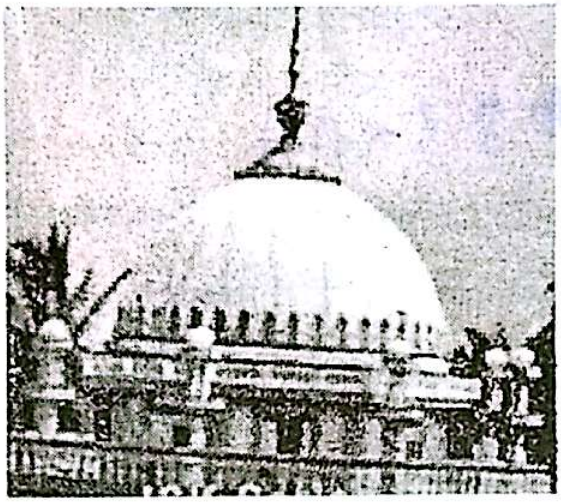

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলাম পুর কলেজ রোড
পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বাড়ির ফোন — ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫
মোবাইল - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক ঃ —

মোহাম্মাদ ওরফ্ ইমরান উদ্দিন রেজবী

ইসলাম পুর কলেজ রোড

পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংস্করণ ঃ — ০১/০১/২০০৬

সংখ্যা ঃ — ২০০০

৳ 35-00

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ — নূর পাবলিকেশান্স

অক্ষর বিন্যাসঃ — মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

গ্রাম ও পোঃ — জরুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ , জেলা - মুর্শিদাবাদ

☎ — মুবাইল — ৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪

☎ — মুবাইল — ৯৯৩২৩৫৯৭৬৮

— ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ —

ইম্পিরিয়াল বুক হাউস ঃ — কোলকাতা

রেজা লাইব্রেরী ঃ — নলহাটি, বীরভূম

নূরী অ্যাকাডেমী ঃ — গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ

কালিমী বুক ডিপো ঃ — সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ

সাঈদ বুক ডিপো ঃ — দারইয়া পুর, মালদা

মুফতি বুক হাউস ঃ — রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত	৩
২। তেরশত তিরানব্বই হিজরীর হজ্	১৬
৩। তেরশত নিরানব্বই হিজরীর হজ্	১৮
৪। মুজাহিদে মিল্লাতের মুনাজারাহ	১৯
৫। মুকাদ্দামার বিবরন	২৪
৬। মুসলিম জাহানে ফতওয়া ত্বলব	২৫
৭। সত্য প্রকাশ হইয়া গিয়াছে	৩৫
৮। মুজাহিদে মিল্লাতের দুরদর্শিতা	৩৫
৯। ওহাবীদের ধারনা	৩৬
১০। মুজাহিদে মিল্লাতের কয়েদী জীবন	৪০
১১। মুজাহিদে মিল্লাতের আমল ও কওল	৫২
১২। মুজাহিদে মিল্লাতের মেজাজ	৫৮
৩। মুনাজিরে আ'জম মুজাাহিদে মিল্লাত	৫৯
১৪। মুজাহিদে মিল্লাত ও মৌলানা ইউসুফ	৬১
১৫। মুজাহিদে মিল্লাতের কাশ্ফ	৬৪
১৬। মুজাহিদে মিল্লাতের হালাত ও সিফাত	৬৭
১৭। মুজাহিদে মিল্লাতের মাসলাক	৭০
১৮। রাজনৈতিক চিন্তাধারা	৭১
১৯। বাগদাদ সফরে মুজাহিদে মিল্লাত	৭৪
২০। তাসাউফের ময়দানে মুজাহিদে মিল্লাত	৭৬
২১। মুজাহিদে মিল্লাতের কামনা	৭৮
২২। এক নজরে মুজাহিদে মিল্লাত	৮০

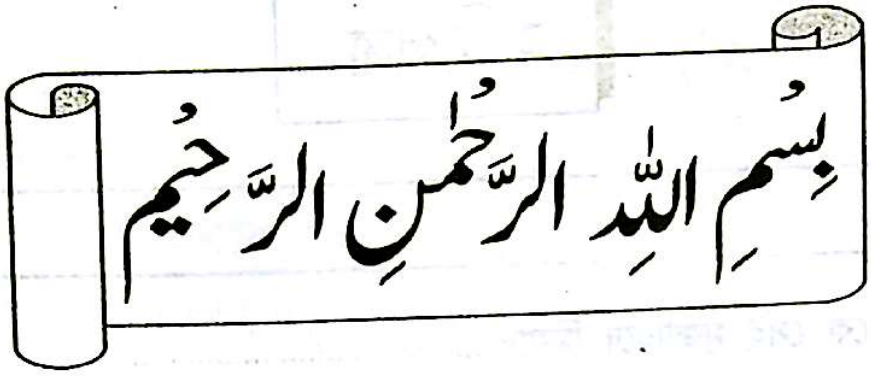

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?

আপনি কি জানেন! কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?

যিনি পাক ভারত উপমহাদেশের মহান ব্যক্তিবর্গের মহানতম, যিনি উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনদার পরহিজগার মুত্তাকীদিগের অন্যতম, যিনি হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও মুনাজিরদিগের শ্রেষ্ঠতম ; তিনি হইতেছেন মুজাহিদে মিল্লাত হজরত আল্লামা হাবীবুর রহমান ক্বাদেরী।

আপনি কি জানেন! কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত? যিনি দ্বীনের জন্য দরবেশী জীবন অবলম্বন করতঃ দুনিয়াকে দুর করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি দ্বীনকে হিফাজত করিবার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, যিনি নিজের কওম - জাতের জন্য যালেমদের হাজার রকমের যুল্‌ম সহ্য করিয়া ছিলেন ; তিনি হইতেছেন মুজাহিদে মিল্লাত শাহ মোহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ক্বাদেরী।

আপনি কি জানেন! কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত? যিনি মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবী মানষিকতা পয়দা করিয়া দিয়া ছিলেন, যিনি হক্ব বলিবার দিক দিয়া বেপরওয়া ছিলেন, যিনি বাতিলের বিরুদ্ধে উলোঙ্গ তলোয়ার ছিলেন, যিনি মাযহাব ও মিল্লাতের জন্য একাধিকবার কারা বরন করিয়া ছিলেন; তিনি হইতেছেন মহান মুজাহিদে মিল্লাত মোহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ক্বাদেরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?

মুজাহিদে মিল্লাত হজরত আল্লামা শাহ মোহাম্মাদ হাবীবুর রহমান সুন্নী ক্বাদেরী রেজবী ছিলেন হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মশহুর - মা'রূফ - বিখ্যাত উলামাদিগের প্রথম সারির সেরা আলেম। রাইসুল কলম আল্লামা আরশাদুল ক্বাদেরী, খতীবে মাশরিক আল্লামা মুশতাক আহমাদ নিজামী ও রাইসুল মুদার্রিসীন শায়েখ মোহাম্মাদ আশিকুর রহমান ক্বাদেরী হাবিবী প্রমূখ উলামায় কিরামগণ তাঁহার সম্মুখে নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকা গৌরব মনে করিতেন। কোন বড়োর থেকে বড় ওহাবী দেওবন্দী আলেম তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিবার স্পর্ধা রাখিতনা।

মুজাহিদে মিল্লাত আলহাজ হাবীবুর রহমান ক্বাদেরী এলাহাবাদে 'জামিয়ায় হাবিবীয়াহ' প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইল তাঁহার জীবনের একটি উজ্জল কারনামা। এখান থেকে আজো শত শত আলিম ফাজিল পয়দা হইয়া সারা হিন্দুস্তানে সুন্নীয়াতের কাজ করিতেছেন। তিনি ছিলেন অল্ ইন্ডিয়া 'তাবলিগী সীরাত' এর সম্পাদক। প্রকাশ থাকে যে, এলাহাবাদের দরিয়াবাদে 'মসজিদে আজম' কট্টর অমুসলিম এলাকার মধ্যে পড়িয়া যাইবার কারনে বিরান হইয়া ছিল। এই বিরান মসজিদকে মুসলমানদের সিজদায় আবাদ করিবার জন্য মাদ্রাসা 'জামিয়ায় হাবিবীয়াহ' প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ইহার পিছনে ছিল তাঁহার রক্ত দেওয়া পরিশ্রম। এই মসজিদ ও মাদ্রাসা বার বার সাম্প্রদায়িক আক্রমনে আক্রান্ত হইয়াছে। কয়েকবার সরকারী তৎপরতায় পুলিশের সাহায্য পর্যন্ত নিতে হইয়াছিল। মুজাহিদে মিল্লাতকে এলাহাবাদ থেকে হটাইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একাধিক মুকাদ্দামা দায়ের করা হইয়া ছিল। পারিপার্শিক অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার বহু ভক্ত মুরীদগণও পর্যন্ত স্থানান্তরিত হইয়া যাইবার কথা চিন্তা করিয়া ছিলেন। কিন্তু মুজাহিদে মিল্লাত হিমালয় পাহাড়ের ন্যায় অটল হইয়া অবস্থার মুকাবিলা করিয়া ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?

মুজাহিদে মিল্লাত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জজবা পয়দা করিবার জন্য, মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবী মানষিকতা পয়দা করিবার জন্য, মুসলমানদের মধ্যে সুন্নীয়াতের রূহ্ - প্রাণ পয়দা করিবার জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন 'অল ইন্ডিয়া তাবলিগী সীরাত'। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে মুসলমানদের মধ্যে ইশ্‌কে রসুল ও খওফে খোদা পয়দা হইয়া যায়। যাহাতে মুসলমানরা ইসলামী জীবন গঠন করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাতকে আপন করিয়া নিতে পারে। আজো এই ইদারাহ বা সংস্থা ইউ পি, বিহার, বাঙ্গাল, বোম্বাই ও উড়িষ্যার মুসলমানদের কাছে উজ্জল হইয়া রহিয়াছে। এলাহাবাদ, কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ইহার দফতর কায়েম রহিয়াছে।

মুজাহিদে মিল্লাত ইসলামের শান ও মান কায়েম রাখিবার জন্য, সুন্নীয়াতের আসল রূপ কায়েম করিবার জন্য নিজের লক্ষ লক্ষ টাকা ও ধনসম্পদ এবং শতবিঘা সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রতিটি দিক হইল এক ঐতিহাসিক। তাঁহার জীবনের যে কোন দিকের উপর কলমের কাজ করিলে বড় বড় ইতিহাস হইয়া যাইবে। তবে আমার মত অনোপযূক্ত ব্যক্তির অযোগ্য কলমের কাজ নয়। তাই এখন কেবল তাঁহার ঐতিহাসিক জীবনের একটি উজ্জল ঘটনাকে উদ্ধৃত করতঃ কলমের কাজ ইতি করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বড় বড় যালেমদের সামনে হক্ক কথা বলিতে হক্ক কাজ করিতে এক বিন্দু ভয় পাইতেন না। ফলাফল ভাল মন্দ যাহাই হউক না কেন প্রকাশ্যে হক্ক কথা বলিতে বা হক্ক কাজ করিতে চুল বরাবর চিন্তা করিতেন না। আল্লাহর এই বীর বাঘ যালেম রাজা বাদশার সামনে না ভয় করিতেন, না হিম্মত হারাইতেন। তিনি জীবনে পাঁচ ছয়বার হজ করিয়াছেন। কিন্তু কোন সময়ে কোন নামাজ নজদী ওহাবী ইমামের পিছনে আদায় করেন নাই। যখন নামাজের জামায়াত আরম্ভ হইয়া যাইত তখন তিনি অজু অবস্থায় সেখানে পায়চারি করিতেন। বহু মানুষ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। তাঁহার শুভাকাক্ষীগণেরা বলিতেন- যদি আপনি জামায়াতে শরীক না হইতে চান, তবে জামায়াতের সময় এই খানে ঘোরা ফেরা করা ঠিক হইবেনা। জামায়াত শেষ হইবার পরে আপনি

আসিবেন। তিনি বলিতেন — ওগো! মুসলমানেরা কেমন করিয়া জানিবে যে, নজদী ওহাবী ইমামের পিছনে তাহার বাতিল আক্বীদার কারনে নামাজ জায়েজ হইবেনা। শরীয়তের এই হুকুম জানইবার জন্য আমি জামায়াতের সময় এখানে ঘোরা ফেরা করিয়া থাকি।

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত শরীফে মক্কা হজরত শরীফ হুসাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে জীবনের প্রথম হজ আদায় করিয়া ।হলেন। ইহার পর তিনি ওহাবী নজদী সৌদী সরকারের আমলে পাঁচবার হজ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ হজ হইয়াছিল চৌদ্দশত (১৪০০) হিজরীর শেষে। তাঁহার জীবনের বড় বৈশিষ্ট হইল কখনও কোন ওহাবী ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করেন নাই। বিশেষ করিয়া হজ করিতে গিয়াও মক্কা ও মদীনা শরীফে কোন দিন কোন নামাজ কোন ওহাবী ইমামের পিছনে আদায় করেন নাই। তবে তাঁহার এই অটল ঈমানের জন্য বড় ধরনের ধাক্কা খাইতে হইয়াছিল। অবশ্য ইহা ঈমান্দারদের কাছে অতি মামূলি বিষয়।

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত যত বারই হজ করিয়াছেন কখনো মক্কা ও মদীনা শরীফের কোন ওহাবী ইমামের পশ্চাতে ইক্তেদা করেন নাই। কারন, তাহাদের ধারনা অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই কাফের মোশরেক। মোটকথা, আহলে সুন্নাতের সহিত ওহাবীদের আক্বায়েদী মসলায় এমনই মতভেদ রহিয়াছে যে, তাহাদের পিছনে নামাজ হইবেনা। এই কারনে প্রায় প্রত্যেকবার হুজুর মাখদুম মুজাহিদে মিল্লাতের সহিত সেখানকার কাজীর মুনাজারা হইয়াছে। সূতরাং তেরশত ছিয়াশি (১৩৮৬) হিজরীতে হুজুর একটি হজ আদায় করিয়াছেন এবং তেরশত সাতাশি (১৩৮৭) হিজরীর মুহার্রম মাসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারত করিবার জন্য মদীনা মুনাওয়ারাতে হাজির হইয়া ছিলেন। তিনি মসজিদে নবুবীতে ওহাবী ইমাম থাকিবার কারনে তাহার পশ্চাতে নামাজ না পড়িয়া পাঁচ ওয়াক্ত ও জুম্য়ার জামায়াত আলাদা করিয়াছেন। মসজিদে নবুবী শরীফের নজদী ওহাবী ইমামই ছিলেন সেখানকার বড় কাজী। যখন তিনি হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের পৃথক জামায়াতের ব্যাপারে অবগত হইলেন, তখন তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুলিশের মাধ্যমে হুজুরকে ডাকিয়া নিলেন। অতঃপর এই বড় কাজীর সহিত হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের যে মুনাজারা বা বিতর্ক হইয়াছিল তাহা নিম্নোরূপ—

ওহাবী বড় কাজী — আপনি আমাদের পিছনে নামাজ পড়েন না এবং হারাম শরীফে পৃথক জামায়াত করিয়া থাকেন। ইহার কারন কী?

মুজাহিদে মিল্লাত — ইহার অনেক কারন রহিয়াছে। প্রথম কারন হইল যে, আপনারা লাউড্‌স্পিকারে নামাজ পড়াইয়া থাকেন। আমরা ইহা জায়েজ বলিনা।

ওহাবী বড় কাজী — এই মতভেদ আমার জানা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কারন বলুন।

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনারা আমাদিগকে মুশরীক ধারনা করিয়া থাকেন।

ওহাবী বড় কাজী — আমরা আপনাদের মুশরীক ধারনা করিয়া থাকি, ইহার প্রমান কী?

মুজাহিদে মিল্লাত — আল্লামা ইবনো আবিদ্বীন শামী রহমা তুল্লাহি আলাইহি 'রদ্দুল মুহতার' এর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, নজদীদের ধারনা ইহাই যে, একমাত্র তাহারাই মুসলমান এবং যাহারা তাহাদের ধারনার বিরোধীতা করিয়া থাকে তাহারা মুশরিক।

ওহাবী বড় কাজী — তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — আমরা অসিলাকে জায়েজ বলিয়া থাকি এবং আপনারা ইহাকে শির্ক বলিয়া থাকেন।

ওহাবী বড কাজী –– অসিলা অবলম্বন করা ইহার কারন নয়। এই সময়ে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের মনে পড়িয়া গিয়াছিল যে, বর্তমানে নজদী ওহাবীরা নিজদিগকে সুন্নী প্রমান করিবার জন্য যৎ সামান্য অসিলা অবলম্বন করা জায়েজ বলিয়া থাকে। এই জন্য তিনি বলিয়াছেন ––

মুজাহিদে মিল্লাত –– যদি 'তাওয়াস্‌সুল' বা অসিলা অবলম্বন ইহার কারন না হইয়া থাকে, তবে 'ইস্তিয়ানাত' বা সাহায্য চাওয়াই ইহার কারন।

ওহাবী বড় কাজী — আপনারা কি (গায়রুল্লাহর নিকট) সাহায্য চাওয়া এবং গায়রুল্লাহকে ডাকা জায়েজ বলিয়া থাকেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — হ্যাঁ, আমরা ইহাকে জায়েজ বলিয়া থাকি।

ওহাবী বড় কাজী — ইহা হইল জাহিলীয়াতের মুশরিকদিগের শির্ক।

মুজাহিদে মিল্লাত –– যদি আসলে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা শির্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি তো 'হে যায়েদ!' বলিয়া মুশরিক হইয়া যাইবেন। কারন, যায়েদ তো (আল্লাহ নয়) গায়রুল্লাহ।

ওহাবী বড় কাজী — তবে কোন্ ডাকাটাই শির্ক?

মুজাহিদে মিল্লাত — মা'বুদ (উপাস্য) জানিয়া ডাকা শির্ক। এই স্থানে ওহাবী বড় কাজী নিজের ধারনানুযায়ী মূলতঃ 'নিদা' বা ডাকাকে শির্ক প্রমান করিবার জন্য এই আয়াত পাক পাঠ করিয়া ছিলেন —

অনুবাদ ঃ — আমরা তাহাদিগকে (ঠাকুরগুলিকে) এইজন্য পূজা করিয়া থাকি যে, তাহারা আমাদিগকে আল্লাহর নিকটস্থ করিয়া দিবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — এই আয়াতে গায়রুল্লাহর ইবাদতের বর্ণণা দেওয়া হইয়াছে। আমরাও আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইবাদত করা শির্ক বলিয়া থাকি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং গায়রুল্লাহর ইবাদতকারীকে মুর্তাদ ও মুশরিক বলিয়া থাকি এবং ইহাও বলিয়া থাকি যে, যে ব্যক্তি ইহার এই ধারনা (আক্বীদাহ) কে জানিবার পর কাফের না বলিয়া থাকে সেও কাফের ও মুর্তাদ, বরং তাহার কুফরে ও আযাবে যে সন্দেহ করিবে সে নিশ্চয় কাফের হইয়া যাইবে।

ওহাবী বড় কাজী — তাহারা (আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ) মরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ডাকায় কি উপকার?

মুজাহিদে মিল্লাত — রূহ তো মরিয়া যায় না। মরনের অর্থ কি ইহাই যে, রূহ ধংস হইয়া যায়? যদি রূহ ধংস হইয়া যাইবে, তাহাহইলে স্থায়ী সওয়াব ও স্থায়ী আযাব কি প্রকারে হইবে?

ওহাবী বড় কাজী — তোমরা দুর থেকে ডাকিয়া থাকো কেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — দুরের অর্থ তো ইহাই যে, আমাদের দেহ এবং তাহাদের দেহ এক হাজার মাইল অথবা দশ হাজার মাইল দুরে। ইহাতো হইল দৈহিক দুরত্ব। এই দুরত্বের সহিত রূহের কোন সম্পর্ক নাই। কারন, রূহ হইল নির্দেশ জগতের জিনিষ। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন — প্রিয় পয়গম্বর! তুমি বলিয়া দাও — রূহ হইল আমার প্রতিপালকের নির্দেশ। আপনি 'আলামে আরওয়াহ' বা আত্মা জগতকে দৈহিক জগতের উপর অনুমান করিতেছেন। এই অনুমান বা কিয়াস তো সঠিক নয়। অন্যথায় আপনি বলুন — শির্ক হইবার কারন কী?

ওহাবী বড় কাজী — (পেরিশান হইয়া) — আপনারা যাহাদের ডাকিতেছেন তাহাদের শক্তি কোথায় আসিয়াছে যে, তাহারা আপনাদের সাহায্য করিবে?

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনার জানা উচিত যে, তাহারা সেই পবিত্র সত্ত্বা যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ হাদীসে কুদসীর মধ্যে ঘোষনা করিয়াছেন - আমি তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধরিয়া থাকে। যে হাত সম্পর্কে

আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ঘোষনা করিয়াছেন সেই হাত কি বেকার? তাহাতে কি কোন ক্ষমতা নাই? যদি সেই হাতে কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহাহইলে আল্লাহর কথাতো বেকার হইয়া যাইবে। অতএব, আপনার জানা উচিত যে, আমরা সেই হাতের সাহায্য চাহিয়া থাকি যে হাতের সহিত আল্লাহর বিশেষ কুদরতের সম্পর্ক রহিয়াছে।

ওহাবী বড় কাজী — ইঁনিতো নিজের ধারনার উপর এমনই অটল যে, এক দুই ঘন্টা তো দুরের কথা, যদি দুইদিন পর্যন্ত বুঝাইতে থাকি, তবুও বুঝিবেনা।

মুজাহিদে মিল্লাত — আমি মানিব অথবা মানিবনা, আপনি দলীল তো পেশ করুন।

এই সময়ে আরো পনের কুড়িজন ওহাবী আসিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু হিন্দুস্তানী, কিছু পাকিস্তানী এবং কিছু নজদী ও হিজাজী মনে হইতেছিল।

ওহাবী বড় কাজী — (সেই সমস্ত ওহাবীদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) ইঁনি গায়রুল্লাহর ডাকাকে মূলতঃ নাজায়েজ বলিয়া থাকেন না। গায়রুল্লাহর 'নিদা' বা ডাকা কি মূলতঃ নাজায়েজ নয়?

ওহাবীগণ — সবাই এক বাক্যে বলিলেন — হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু মুজাহিদে মিল্লাত তাহাদের সমর্থনকে কোন প্রকার গুরুত্ব দিলেন না। কারন, তাঁহার তর্ক তো চলিতেছে কাজীর সহিত।

ওহাবী বড় কাজী — (নিজের ধারনায় নিজের কথাকে প্রমান করিবার জন্য) আল্লাহ তায়ালা কুরয়ান পাকের যে আয়াতে মুশরিকদের যে কথাকে নকল করিয়াছেন সেই আয়াত পাঠ করিলেন — আমরা তাহাদের ইবাদত করিনা এবং আমরা তাহাদিগকে ডাকিনা কিন্তু এই জন্য যে, তাহারা আমাদিগকে আল্লাহর নিকটস্থ করিয়া দিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাহিদে মিল্লাত — গর্জন করিয়া বলিলেন — ইহা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ এবং কুরয়ান শরীফকে বিকৃত করা এবং কুরয়ান শরীফকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ইচ্ছাকৃত এই প্রকার করা কুফরী এবং যে করিয়া থাকে সে কাফের।

ইহা শুনিয়া ওহাবী বড় কাজী যারপরনয় ক্রোধান্বিত হইয়া রক্তমুখি হইয়া পড়িলেন এবং মুজাহিদে মিল্লাতকে ভীত করিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহার দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাইতে থাকিলেন। কিন্তু হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাঁসিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ওহাবী কাজী আরো রাগিয়া মুখ ঘুরাইয়া নিয়া ওহাবী মোল্লাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

ওহাবী বড় কাজী — দেখুন! ইঁনি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে) ইবাদত করা জায়েজ বলিতেছেন।

মুজাহিদে মিল্লাত — আমরা গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) ইবাদতকে শির্ক বলিয়া থাকি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকারীকে কাফের বলিয়া থাকি, বরং এই প্রকার মানুষের কাফের হওয়ায় ও ইহার আযাবে যে ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া থাকে তাহাকেও আমরা কাফের বলিয়া থাকি। ইতিপূর্বে আপনি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়া ছিলেন। এখন বান্দার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলেন। আপনারা মিথ্যা অপবাদ দেওয়াতে না আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া থাকেন, না বান্দাকে ছাড়িয়া থাকেন।

ওহাবী বড় কাজী হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের কথা এই পর্যন্ত শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত রাগান্বিত চেহারায় হুজুরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

ওহাবী — (যে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের ডান দিকে বসিয়া ছিলেন) এ্যায় লোকটি!

মুজাহিদে মিল্লাত — কি?

ওহাবী — আপনি জানিতেছেন কাহার সহিত কথা বলিতেছেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — আমি জ্ঞাত রহিয়াছি, ইনি হইতেছেন বড় কাজী।

ওহাবী — ইনি বড় অধিকার রাখিয়া থাকেন।

মুজাহিদে মিল্লাত — বড় কাজী কতল করিবার অধিকার রাখিয়া থাকেন। ইঁনি কতল করিয়া দিতে পারেন।

ওহাবী — ইনি জেলে ঢুকাইয়া দিবেন।

মুজাহিদে মিল্লাত — জেলে ঢুকাইয়া দেওয়া কতল অপেক্ষা ছোট শাস্তি।

ওহাবী — ইনি চোরের মত বাঁধিয়া জেলে ভরিয়া দিবেন।

মুজাহিদে মিল্লাত — ইহাও কতল অপেক্ষা ছোট শাস্তি। এবং জেলের মধ্যে চোরের সঙ্গে বাঁধন আমার জন্য কোন নতুন জিনিষ নয়।

ওহাবী — যে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের বাঁম দিকে বসিয়া ছিল খুব আদবের সহিত বলিলেন — জনাব!

মুজাহিদে মিল্লাত — কি বলিতেছেন?

ওহাবী — যাহার সহিত কথা বলিতেছেন তাহাকে আপনি কি জানিতেছেন — ইঁনি কে?

মুজাহিদে মিল্লাত — হ্যাঁ, আমি জ্ঞাত রহিয়াছি যে, ইঁনি বড় কাজী এবং ইঁনি কতল করিবার অধিকার রাখিয়া থাকেন।

ওহাবী — ইঁনি সরকারের কাছে উচ্চ পদস্থ।

মুজাহিদে মিল্লাত — সরকার যাহাকে বড় কাজী করিয়া থাকে তাহাকে বড় সম্মানও দিয়া থাকে যদিও সে গাধাও হইয়া থাকে। সরকার যদি তাহাকে বড় ধারনা না করিত, তাহাহইলে বড় কাজী কেন করিবে?

ওহাবী — ইনি সরকারের কাছে বড় ব্যক্তি।

মুজাহিদে মিল্লাত — 'সরকারের কাছে বড় ব্যক্তি' এই কথা বার বার বলিবার অর্থ কী? যে ব্যক্তি সরকারের কাছে বড় তাহার জন্য কি কুরয়ান বিকৃত করা জায়েজ হইয়া যাইবে? যিনি আমাকে কুরয়ান শরীফ থেকে অপরাধী বলিয়া প্রমান করিতে সক্ষম নহেন তিনি কুরয়ানকে বিকৃত করিয়া আমাকে অপরাধী প্রমান করিলে আমি তাহাকে মানিয়া নিব?

ওহাবী এই কথা শুনিয়া নীরব হইয়া গিয়াছেন।

ওহাবী বড় কাজী — ইহা হইল মদীনা। এখানে সমস্ত দুনিয়ার লোক আসিয়া থাকে কিন্তু কেহ আজ পর্যন্ত আপনার মত হিম্মাত ধরিতে পারে নাই।

এই কথা বলিবার মধ্যে ওহাবী বড় কাজীর উদ্দেশ্য ছিল যে, সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে আপনি হইতেছেন সব চাইতে বড় বদ্‌মাইশ্‌। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ইহাতে খুব চিন্তা করিবার পর আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করিলেন যে, ইহা যদি প্রকৃত সত্য হইয়া থাকে, তাহাহইলে ইঁনি আমাকে বড় প্রসংশা করিতেছেন। কারন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যালেম বাদশার সামনে ন্যায় কথা বলা সব চাইতে জিহাদ।

ওহাবী বড় কাজী — আপনি যদি সৌদী আরবের হইতেন, তাহাহইলে আমি আপনাকে কতল করিয়া দিতাম। কিন্তু আপনি অন্য দেশের হইবার কারনে আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমি আপনাকে এখানে বসাইয়া আপনার সহিত কথা বলিতেছি এবং তুর্কী, ইরান, ইয়ামান, ইরাক, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান ইত্যাদি পঞ্চাশটি দেশের মানুষ আমার সামনে এই আবেদন পেশ করিয়াছেন যে, ইঁহাকে কিছু করিলে বড় হাঙ্গামা হইয়া যাইবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — আমি তুর্কী অথবা ইরান অথবা অন্য কোন দেশের কোন মানুষের সহিত কোন কথা বলি নাই। সুতরাং হাঙ্গামা কেমন করিয়া হইবে?

ওহাবী বড় কাজী — কথা বলিবার জন্য ফাসাদ হইবেনা, বরং জামায়াত করিবার জন্য ফাসাদ হইয়া যাইবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, ইহারা আমার জামায়াত সম্পর্কে বলিতেছেন? কারন, জামায়াত তো অনেক হইয়া থাকে।

ওহাবী বড় কাজী — না, না, ইহাতে লেখা রহিয়াছে যে, ইঁনি হাবীবুর রহমান কটকী। (যদিও মুজাহিদে মিল্লাত কটকের মানুষ ছিলেন কিন্তু এক কালে কটক ছিল উড়িষ্যার রাজধানী। এই জন্য উড়িষ্যার প্রত্যেক মানুষকে কটকী বলা হইত) সুতরাং অপনাকে পৃথক নামাজ পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইবেনা। যদি আপনি পৃথক নামাজ পড়িয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি আপনাকে গ্রেফতার করিয়া আপনার দেশের দূতের কাছে পাঠাইয়া দিব।

মুজাহিদে মিল্লাত — পৃথক নামাজ পড়িবার অর্থ কী? আমি কি একা নামাজ পড়িতে পারিবনা?

ওহাবী — (যে মুজাহিদে মিল্লাতের ডান দিকে বসিয়া ছিল) আপনাকে ইহার পিছনে নামাজ পড়িতে হইবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — ইহা কখনই সম্ভব নয়। আমি ইহার পিছনে নামাজ পড়িবনা যতক্ষন না ইনি নিজের বদ্ আক্বীদাহ ত্যাগ না করিয়া থাকেন।

ওহাবী — (গর্জন করিয়া বলিল) ইহার পিছনে আপনাকে অবশ্যই নামাজ পড়িতে হইবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — আমি ইহার পশ্চাতে কখনই নামাজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়িবনা। (ওহাবীর এক কথা বার বার বলায় মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন) ইনি বড় কাজী। ইনি কতল করিতে, জেলে পাঠাইতে, দুর্রা মারিতে পারেন। ইনি সব কিছু করিতে পারেন। কিন্তু আমাকে নিজের মুক্তাদী বানাইবার অধিকার রাখিয়া থাকেন না। ইহা শুনিয়া ওহাবী চুপ হইয়া যায়।

মুজাহিদে মিল্লাত — (ওহাবী বড় কাজীকে সম্বোধন করিয়া) আমি কি মসজিদে নবুবীর হারাম শরীফে একা নামাজ পড়িতে পারিবনা?

ওহাবী বড় কাজী — (কিছুক্ষন চুপ থাকবার পর) হ্যাঁ, আপনি পড়িতে পারিবেন। তবে শর্ত হইল যে, কেহ যেন আপনার সঙ্গে শরীক না হইয়া থাকে।

মুজাহিদে মিল্লাত — একাকী তো তাহাকে বলা হইয়া থাকে যাহার সহিত কেহ থাকেনা। কেহ সঙ্গী হইয়া গেলে সে তো আর একাকী থাকেনা।

শেষ পর্যন্ত এই কথার উপর কথা শেষ হইয়া গিয়াছিল যে, হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িবেন না এবং জামায়াত করিবেন না, বরং একা নামাজ পড়িবেন। প্রকাশ থাকে যে, এই সময় পর্যন্ত মুজাহিদে মিল্লাত জুম্য়া সহ চুয়ান্ন অয়াক্ত নামাজ পৃথক জামায়াত করিয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু ভারতের ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা অপপ্রচার করিয়া থাকে যে, মুজাহিদে মিল্লাত লুকাইয়া নামাজ পড়িয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তেরশত তিরানব্বই হিজরীর হজ্

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত হজরত আল্লামা হাবীবুর রহমান ক্বাদেরী তেরশত তিরানব্বই (১৩৯৩) হিজরীতে হজ করিতে গিয়া ওহাবী বড় কাজীর সহিত যে মুনাজারা করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নোরূপ ঃ —

ওহাবী বড় কাজী — আপনি আমাদের পিছনে নামাজ পড়েন না?

মুজাহিদে মিল্লাত — আমি আপ্নাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া থাকিনা।

ওহাবী বড় কাজী — ইহার কারন কী?

মুজাহিদে মিল্লাত — ইহার কারন হইল যে, আমার আক্বীদাহ (ইসলামী ধারনা) ও আপনার আক্বীদাহ এক নয়।

ওহাবী বড় কাজী — আপনার ও আমাদের আক্বীদার মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে?

মুজাহিদে মিল্লাত — আমরা আম্বিয়া ও আওলিয়াদিগের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েজ বলিয়া থাকি। আপনারা উহা নাজায়েজ বলিয়া থাকেন।

ওহাবী বড় কাজী — ইহা প্রকাশ্য শির্ক, ইহা প্রকাশ্য শির্ক, ইহা প্রকাশ্য শির্ক। (একটু চিন্তা করিবার পরে) হ্যাঁ, যদি মানুষ জীবিত থাকে এবং তাহার সামনে থাকে, তাহাহইলে জায়েজ হইবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনাদের নিকট জীবিত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার শরীক হইতে পারে কিন্তু মুর্দা শরীক হইতে পারেনা। যাহা প্রকাশ্য শির্ক, তাহা সর্বস্থানে শির্ক হইবে।

ওহাবী বড় কাজী — চুপ করুন, কথা বলিবেন না। খবীস! বাহির হইয়া যান। শয়তান! বাহির হইয়া যান। (অতঃপর হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে ধাক্কা মারিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহাকে কাজীর কাছে লইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে,) সমস্ত পুলিশকে চিনাইয়া দাও। যদি মসজিদে নামাজ পড়িয়া থাকেন, তাহাহইলে ধরিয়া বিচারালয়ে পাঠাইয়া দিবে। আর যদি আমাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া পূনরায় নামাজ আদায় করিয়া থাকেন তবুও গ্রেফতার করিবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — দোহরাইবার প্রয়োজনই নাই।

ওহাবী বড় কাজী — কেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনার পিছনে নামাজই পড়িবনা।

জরুরী বিজ্ঞাপন

যেমন বাজারে বক্তার অভাব নাই, তেমন লেখকের অভাব নাই। অধিকাংশ বক্তার অবস্থা হইল যে, তাহারা দুই চার ঘন্টা বক্তৃতা করিলেও শ্রোতাগন বুঝিতে পারিবেনা — ইনি সুন্নী, না ওহাবী। অনুরূপ অবস্থা অধিকাংশ লেখকের। ইহাদের বই পুস্তক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেও বুঝিতে পারা যায় না যে, লেখক সুন্নী, না ওহাবী। আলহামদু লিল্লাহ, আমি না বাজারী বক্তা, না বাজারী লেখক। আমার যে কোন একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেও আমার সুন্নী হওয়াতেও কাহার সন্দেহ থাকিবেনা। আমার লেখা প্রায় পঁচিশের বেশি ছোট বড় বই পুস্তক বাজারে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আপনি আল্লাহর অয়াস্তে এইগুলি ব্যাপক করিবার চেষ্টা করুন।

তেরশত নিরানব্বই হিজরীর হজ্

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত তেরশত নিরানব্বই হিজরীতে একটি হজ আদায় করিয়া ছিলেন। ওহাবী নজদী সৌদী সরকারের আমলে ইহা ছিল তাঁহার জীবনের চতুর্থ হজ। এই হজ্ সমাপ্ত করিয়া তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে হাজির হইলে তাঁহার উপর যে পাহাড় সমান বিপদ আসিয়া ছিল তাহা নিম্নে বর্ননা করা হইতেছে ঃ —

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত মদীনা মুনাওয়ারাতে হাজির হইবার অষ্টম দিনে ঈশার নামাজের পর যখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাকে দরূদ সালাম পাঠ করিবার পর হজরত মাওলানা সাইয়েদ হামিদ আশরাফ আশরাফী জীলানীর সহিত ফিরিতে ছিলেন, তখন একজন যূবক আসিয়া হজরত মাওলানা সাইয়েদ হামিদ আশরাফ আশরাফী জীলানীকে বলিল — আপনি পীর সাহেব। আপনি ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া থাকেন না। ইহারা মানুষের সামনে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে আপনাকেও জবাব দিতে হইবে। যূবকটির চেহারাতে মনে হইতেছিল হিন্দুস্তানী অথবা পাকিস্তানী হইবে। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত যূবকটিকে বলিলেন — হাত বাঁধিয়া দাঁড়ানো জায়েজ। যূবকটি বলিল — ইহা কুরয়ানে রহিয়াছে, না হাদীসে রহিয়াছে? হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিলেন — ইহা আমাদের মাযহাবের ফিকহের কিতাবগুলিতে রহিয়াছে। যুবকটি খুব ঝাঁজালো মেজাজে এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, আমি ইহাকে বন্দী করাইবো। পরদিন (১৩৯৯) তেরশত নিরানব্বই হিজরী অনুযায়ী ইংরাজি ১৮ই অক্টোবর ১৯৭৯ সালে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ঈশার ফরজ ও সুন্নাতের পর যখন বিতিরের নামাজের জন্য তৈরী হইয়াছেন ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিল — আপনি বিলম্বে আসিবার কারনে জামায়াত আলাদা করিয়াছেন, না হারাম শরীফের ইমামের পশ্চাতে নামাজ হইবেনা ধারনা করিয়া জামায়াত পৃথক করিয়াছেন? লোকটি চেহারাতে মনে হইতেছিল — হিন্দুস্তানী অথবা পাকিস্তানী হইবে। হুজুর মুজাহিদে

মিল্লাত জবাব দিয়াছেন — কারন দুইটিই। বিলম্ব হইয়া গিয়াছে এবং আমি উহার পশ্চাতে নামাজ নাজায়েজ মনে করিয়া থাকি। লোকটি ইহা শুনিয়া চলিয়া গিয়া পুলিশকে সংবাদ দিয়াছে। কয়েকজন পুলিশ আসিয়া হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে গ্রেফতার করতঃ টানা হিঁচড়া করিয়া হারাম শরীফের অফিসারের কাছে লইয়া যায়। কথোপকথনের পর সে হুজুরকে মদীনা শরীফের বড় কাজী খতীব— হারাম শরীফের ইমাম শায়েখ আব্দুল আজীজের কাছে পাঠাইয়া দিয়া থাকে। অতঃপর এই ওহাবী বড় কাজীর সহিত হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের নিম্নোরূপ মুনাজারাহ হইয়াছিল।

মুজাহিদে মিল্লাতের মুনাজারাহ

ওহাবী বড় কাজী — আপনি আমাদের পিছনে নামাজ পড়েন না কেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — আক্বায়েদী মসলাতে মতভেদ থাকিবার কারনে আমি আপনাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া থাকিনা।

ওহাবী বড় কাজী — সেই মতভেদ কী?

মুজাহিদে মিল্লাত — আমরা আম্বিয়ায় কিরাম আলাইহি মুস্‌সালামদিগের অসিলা অবলম্বন করা জায়েজ বলিয়া থাকি এবং আপনারা ইহাকে শির্ক বলিয়া থাকেন। সূতরাং আপনাদের ধারনা অনুযায়ী আমরা মুশরিক হইয়া যাইতেছি। অতএব, আপনাদের সহিত আমাদের শির্ক হওয়া ও শির্ক না হওয়াতে মতভেদ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় আমরা আপনাদের পিছনে কেমন করিয়া নামাজ আদায় করিব? এই কারনে আমি আপনাদের পিছনে নামাজ আদায় করিয়া থাকিনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হারাম শরীফের ইমাম ও খতীব ওহাবী বড় কাজী যখন মুজাহিদে মিল্লাতের এই বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বাক্ষর নিতে চাহিলেন তখন তিনি বলিলেন — 'ইমামে হারাম' এর সহিত 'ওহাবী' শব্দ লিখিয়া দিন। তাহাহইলে এই কথা একেবারে পরিস্কার হইয়া যাইবে যে, আমি হারাম শরীফের ওহাবী ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করিয়া থাকিনা। সূতরাং ওহাবী বড় কাজী নিজের কলমে নিজেই 'ওহাবী' শব্দ বাড়াইয়া দিয়াছেন। তারপর আবার দুইজনের মধ্যে মুনাজারাহ আরম্ভ হইয়া যায়।

ওহাবী বড় কাজী — আপনি আপনার এই আক্বীদাহ (ধারনা) থেকে তওবা করিয়া নিন।

মুজাহিদে মিল্লাত — এই আক্বীদাহ হক্ব। সূতরাং আমি ইহা থেকে তওবা করিবনা।

ইহার পর হুজুর মাখদুম মুজাহিদে মিল্লাত ওহাবী বড় কাজীকে বলিলেন— আমার বক্তব্যের বিবরনের নকল আমাকে দিন। কাজী বলিলেন— নকল অবশ্যই দেওয়া হইবে। ওহাবী বড় কাজী মুজাহিদে মিল্লাতের মুকাদ্দামাকে তাহার অধীনস্থ ছোট কাজীর ইজলাসে পাঠাইয়া দিলেন। রাত বেশি হইয়া যাইবার কারনে অন্য কোন কাজ হইলনা। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে জেল হাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরদিন রাতে ওহাবী ছোট কাজীর সামনে আনা হইল।

ওহাবী ছোট কাজী — আপনি আমাদের পিছনে নামাজ আদায় করিয়া থাকেন না কেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — আমি আপনাদের পিছনে এই কারনে নামাজ আদায় করিয়া থাকিনা যে, আমাদের সহিত আপনাদের আক্বায়েদী মসলায় মতভেদ রহিয়াছে। আমরা আম্বিয়া ও রসুলগনের অসিলা দেওয়াকে জায়েজ বলিয়া থাকি এবং আপনারা ইহাকে শির্ক বলিয়া থাকেন।

ওহাবী ছোট কাজী — অসীলা জায়েজ হইবার দলীল কী রহিয়াছে?

মুজাহিদে মিল্লাত — আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন — তোমরা অসিলা অনুসন্ধান করো।

ওহাবী ছোট কাজী — এখানে অসীলা বলিতে নামাজ ও আমল।

মুজাহিদে মিল্লাত — ইহাও গায়রুল্লাহ, নামাজ ও আমল তো আল্লাহ তায়ালা নয়।

ওহাবী ছোট কাজী — আমাদের পিছনে নামাজ জায়েজ না হইবার কারন বর্ননা করুন।

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনারা সমস্ত মুসলমানকে কাফের বলিয়া থাকেন। কারন, আপনারা আম্বিয়ায় কিরাম ও রসুল আলাইহিমুস্ সালামদিগের অসীলা দেওয়াকে শির্ক বলিয়া থাকেন। আপনাদের এই কথা অনুযায়ী সমস্ত মুসলমানের কাফের ও মুশরিক হইয়া যাওয়া জরুরী হইয়া যাইতেছে। আমাদের ফকীহ্গণ বলিয়াছেন — যে কথার ভিত্তিতে সমস্ত মুসলমানের কাফের হইয়া যাওয়া জরুরী হইয়া যায় সে 'কথা' টি কুফর হইয়া যায়। আমাদের ফকীহ্গণ ইহাও বলিয়াছেন — যে ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে কুফরী জরুরীহইয়া যায় তাহার পিছনে নামাজ জায়েজ হইয়া থাকেনা। সূতরাং আপনাদের পিছনে নামাজ জায়েজ নয়।

ওহাবী ছোট কাজী — আপনি কোথায় পড়িয়াছেন? আপনি কোন্ মাদ্রাসায় পড়িয়াছেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — মাদ্রাসা সুবহানীয়া এলাহাবাদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবী ছোট কাজী — আর কোথায় পড়িয়াছেন?

মুজাহিদে মিল্লাত — মাদ্রাসা মুঈনীয়া উসমানীয়া আজমীর শরীফ।

ওহাবী ছোট কাজী — আর কোথায়?

মুজাহিদে মিল্লাত — জামিয়ায় নাঈমীয়া মুরাদাবাদ।

ওহাবী ছোট কাজী — আপনি বেরেলীর মাদ্রাসায় পড়েন নাই?

মুজাহিদে মিল্লাত — না।

ওহাবী ছোট কাজী — আপনার সহিত এমন মানুষ রহিয়াছেন যাহারা আপনার আক্বীদায় বিশ্বাসী?

মুজাহিদে মিল্লাত — হ্যাঁ।

ওহাবী ছোট কাজী — (খুব ঝাঁজালো মেজাজে) হজ বন্ধ করিয়া দিয়া নিশ্চয় আপনাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মুশরিকের হজ্ কী?

মুজাহিদে মিল্লাত — যদি এই কথাই হইয়া থাকে যে, আম্বিয়া কিরাম ও রসুল আলাইহিমুস্ সালামগনের অসীলা অবলম্বনকারী এমনই মুশরিক যে, তাহার জন্য হজ্ সহী হইবেনা, তাহাহইলে আপনারা শীয়াদের হজ্ জায়েজ রাখিয়াছেন কেন? তাহারাও হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু ও হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুর অসীলা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ওহাবী ছোট কাজী — তাহারা আমাদের পিছনে নামাজ আদায় করিয়া থাকে।

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনাদের পিছনে নামাজ আদায় করিবার কারনে শির্ক মাফ হইয়া যায়? ইহা কোন মাযহাব হইল? ইহা কোন দ্বীন হইল? ইহা কোন ইসলাম হইল? লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইইল আজীম — নাউজু বিল্লাহ।

ইহার পর ওহাবী ছোট কাজী আর কোন কথা না বলিয়া রায় লিখিয়া দিয়াছেন। অতঃপর যখন তিনি রায় শুনাইয়া দিলেন তখন মুজাহিদে মিল্লাত তাঁহার নিজের বিবরন ও কাজীর 'রায়' এর নকল চাহিলেন। পূনরায় উভয়ের মধ্যে কথা আরম্ভ হইয়া গেল।

মুজাহিদে মিল্লাত — আমার বক্তব্য এবং আপনার 'রায়' এর নকল দিন।

ওহাবী ছোট কাজী — নকল দেওয়া হইবেনা।

মুজাহিদে মিল্লাত — বড় কাজী শায়েখ আব্দুল আজীজ আমাকে নকল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ওহাবী ছোট কাজী — নকল দেওয়া হইবেনা।

মুজাহিদে মিল্লাত — আমি উপরে আপীল করিব।

ওহাবী ছোট কাজী — ইহার জন্য অনুমতি দেওয়া হইবেনা।

ইহার পর ওহাবী ছোট কাজী মাখদুম মুজাহিদে মিল্লাতকে জেল খানায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। জেলের মধ্যে তাঁহাকে একটি লাল কার্ড দেওয়া হইয়াছিল। সেই কার্ডে লেখা ছিল — 'আল কাজীয়াতু' অর্থাৎ মুকাদ্দামা। তারপর অপরাধের বিস্তারিত বিবরন ও কাজীর 'রায়' লেখা ছিল। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত কার্ডটির সম্পূর্ণ লেখা নকল করিয়া নিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুকাদ্দামার বিবরন

মুকাদ্দামা ঃ — এই ব্যক্তি জামায়াতের সঙ্গে নামাজ না পড়িবার ও নবী ও রসুলগণের অসীলা অবলম্বন করা জায়েজ বলিবার কারনে ইহার সম্পর্কে শরীয়তের (অর্থাৎ ওহাবী) ফায়সালা - রায় ২১৬২/১১ $\frac{১৮}{১৯}$ /১৩৯৯ প্রকাশ হইয়াছে যে, ইহাকে হজ করিতে দেওয়া হইবেনা এবং ইহাকে ইহার দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ওহাবী ছোট কাজী উপরে বর্নিত রায় শুনাইয়া দিয়া হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে জেল হাজতে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। এবং এই দিনেই তাঁহাকে মদীনা মুনাওয়ারার জেল খানায় পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। তেরশত নিরানব্বই (১৩৯৯) হিজরী ২১শে জি কায়াদাহ জুমার দিন জেলের মধ্যে ইমামের পিছনে নামাজ না পড়িবার কারনে একজন পুলিশ মুজাহিদে মিল্লাতকে হাতে বেড়ি পরাইয়া টানিতে টানিতে জেলের ফটকে লাগাইয়া প্রচন্ড রৌদ্রে বহুক্ষন খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল।

১৩৯৯ হিজরী ২রা জিলহাজ পাসপোর্ট অফিস থেকে একজন পুলিশ আসিয়া মুজাহিদে মিল্লাতকে বরবরের মত টানা হিঁচড়া করিয়া ফটকের কাছে লইয়া গিয়া সোঁজোরে একটি থাপ্পড় মারিয়া থাকে। ইহাতে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের মাথা ঘুরিয়া যায় এবং তিনি বসিয়া যান। অতঃপর তিনি নিজেকে শামলাইয়া নিয়া বলিয়াছেন — আল্‌হামদু লিল্লাহ!

হিজরী ১৩৯৯ জিল হাজের তিন তারিখের সন্ধ্যায় হুজুরকে মদীনা মুনাওয়ারার জেল খানা থেকে জিদ্দায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জিল হাজের ছয় তারিখের সন্ধ্যায় — ইংরাজী ১৯৭৯ সালে ২৭শে অক্টোবর তাঁহাকে জিদ্দা হইতে ভায়া করাচি হইয়া ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানের ভিসা না থাকিবার কারনে করাচি হোটেলে নজর বন্দী হইয়া থাকিতে হয়। ৭ই জিলহাজ ১৩৯৯ হিজরী সোমবার বিকালে করাচি থেকে রওয়ানা হইয়া মঙ্গলবার রাতে বোম্বাই পৌঁছিয়া যান। প্রকাশ থাকে যে, ইহার কয়েকদিন পর মক্কা মুনাওয়ারার মসজিদে হারামের ভিতরে কয়েকজন ইরানীকে কেন্দ্র করিয়া গোলাগুলি চলিতে আরম্ভ হইয়া ছিল।

মুসলিম জাহানে ফতওয়া ত্বলব

হুজুর মাখদুম মুজাহিদে মিল্লাত ভারতে পৌঁছিবার পর পরম শিষ্য শায়েখ আল্লামা আশিকুর রহমান ক্বাদেরী হাবিবীকে নির্দেশ দিয়া ছিলেন যে, সমস্ত মুসলিম জাহানের উলামায় ইসলামদিগের নিকটে 'তাওয়াস্সুল' বা অসীলা অবলম্বন করা সম্পর্কে ফতওয়া চাহিতে হইবে। ভারতের সুন্নী উলামাদের নিকট এই মসলা সম্পর্কে কোন ফতওয়া চাওয়া হইবেনা। অবশ্য দেওবন্দী ওহাবী ও গায়ের মুকাল্লিদ ওহাবীদের কাছেও এ বিষয়ে প্রশ্ন পাঠাইতে হইবে। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, অসীলার মসলায় মুসলিম জাহান তাঁহার সহিত আছে কিনা সৌদীর ওহাবীরা দেখিয়া নিক। মুসলিম জাহানে পত্র প্রেরনের নির্দেশ দিয়া হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত সরকারে বাগদাদ শাহান্শাহে তরীকাত গওসে সামদানী কুতবে রব্বানী শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহির রওজা পাক যিয়ারত করিবার জন্য বাগদাদ শরীফ রওয়ানা হইয়া যান। প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা আশিকুর রহমান ক্বাদেরী হাবিবী হুজুরের নির্দেশ মত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উলামাদের কাছে পত্র প্রেরন করিবার পর এই সফরে তাঁহার সঙ্গী হইয়া ছিলেন।

জরুরী বিজ্ঞাপন

আমার লেখা নিম্নের কিতাবগুলি অবশ্যই পাঠ করিবেন — (ক) সেই মহানায়ক কে? (খ) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ (গ) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য ইত্যাদি। এই কিতাবগুলি পাঠ করিলে আশা করি ওহাবীদের সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

ইস্তিফতার ভাষা ছিল নিম্নোরূপ

দ্বীনের উলামাগণ এই দুইটি মসলায় কী বলিতেছেন ঃ —

(১) — আম্বিয়া ও মুরসালীন আলাইহিমুস্ সলাওয়াতু অত্ তাসলীমাত দিগের অসীলা অবলম্বন করিবার ধারনা রাখিবার হুকুম কী? ইহা শির্ক হইবে, না হইবেনা?

(২) — আম্বিয়া ও মুরসালীন আলাইহিমুস্ সলাওয়াতু অত্ তাসলীমাতগণের অসীলা অবলম্বন করিবার ধারনা পোষনকারীর হুকুম কী? সে মুমিন অথবা মুশরিক? তাহার নামাজ, হজ্ ইত্যাদি আমল গ্রহন যোগ্য হইবে, না হইবেনা? কুরয়ান, হাদীস, ইজমা ও ইমামগণের উক্তি দ্বারা বর্ননা করুন।

ফতওয়া ত্বলবকারী —
মোহাম্মাদ আশিকুর রহমান
১৪০/ আত্তার সুইয়া — এলাহাবাদ
হিন্দুস্তান।

উলামায় ইসলামের উত্তর

মুজাহিদে মিল্লাতের নির্দেশ ও আদেশ মত আল্লামা আশিকুর রহমান ক্বাদেরী হাবিবী সাহেব কিবলা ভারতের ওহাবীদের থেকে আরম্ভ করিয়া আরবের ওহাবীদের কাছে পর্যন্ত প্রশ্ন পত্র প্রেরন করিয়া ছিলেন। তাহাদের নিকট থেকে যে জবাব আসিয়াছে তাহা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত 'তাওয়াস্সুল' বা অসীলা অবলম্বন করিবার মসলায় হক্কের উপর রহিয়াছেন। কাবা শরীফের ও মসজিদে নবুবী শরীফের ওহাবী বড় কাজী ও ওহাবী ছোট কাজী ভূল পথের পথিক এবং তাহারা হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা একমাত্র গোমরাহ বর্বরদের পক্ষে সম্ভব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'হারফে হাক্কানীয়াত'

আল্লামা আশিকুর রহমান ক্বাদেরী সাহেব ক্বিবলা পাকিস্তানের বিভিন্ন দারুল ইফতায় — ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন পত্র প্রেরন করিয়াছিলেন। অনুরূপ ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, শাম ও লেবাননের দারুল ইফতায় প্রশ্ন পাঠাইয়া ছিলেন। সমস্ত দেশ থেকে যে সমস্ত জবাব আসিয়াছে সেগুলিকে তিনি অবিকল একত্রিত করিয়া 'হারফেহাক্কানীয়াত' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

এ কথা খুব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন একটি দেশ থেকে অন্য দেশের দারুল ইফতার কাছে ফতওয়া চাওয়া হইয়া থাকে তখন সেই দারুল ইফতা কোন ছোট খাটো হইয়া থাকেনা। দেশের সব চাইতে শেরা ও সব চাইতে বড় দারুল ইফতা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা হইল যে, যখন কোন 'দারুল ইফতা' কোন বিদেশী প্রশ্নের জবাব দিয়া থাকেন তখন খুব সাবধান ও সংযত হইয়া জবাব দিয়া থাকেন। তাই ঐ সমস্ত দেশগুলির দারুল ইফতা থেকে যে জবাবগুলি আসিয়াছে সেগুলি অত্যন্ত অকাট্ট দলীল সহকারে। উলামায় কিরাম নিজ নিজ জবাবকে কুরয়ান, হাদীস্, ইজমা ও ইমামগণের অভিমতগুলির উদ্ধৃতি দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছেন। তাহারা নিজ নিজ জবাবকে অকাট্ট ও মজবুত করিবার জন্য দলীলের দরিয়া বহাইয়া দিয়াছেন। মোট কথা, 'হারফে হাক্কানীয়াত' যেন অসীলা বা তাওয়াস্সুলের মসলায় একটি বহন্ত দরিয়া। এই মুহূর্তে আমি কেবল জগৎ বিখ্যাত মুফতীয়ানে কিরামের মুল জবাবগুলি উদ্ধৃত করিয়া জন সাধারনকে দেখাইয়া দিব। আর যদি কোন দিন কোন বান্দার কলমে 'হারফে হাক্কানীয়াত' বাংলায় অনুবাদ হইয়া বাহির হইয়া যায়, তাহাহইলে সেই দিন সবাই স্ববিস্তারে দেখিয়া নিবেন অসীলার মসলা কত প্রামান্য ও কুরয়ান, হাদীস, ইজমা, কিয়াস এর দলীল ভিত্তিক অকাট্ট।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকিস্তান - লাহোরের ফতওয়া

'তাওয়াস্‌সুল' (অসীলা অবলম্বন করা) জায়েজ। বরং ইহা শরীয়তের উদ্দেশ্য। 'তাওয়াস্‌সুল' শির্ক হওয়া অসম্ভব। 'তাওয়াস্‌সুল' এ বিশ্বাসী ব্যক্তি মুমিন, মুশরিক নয়। উহার আমল মাকবুল। যিনি 'তাওয়াস্‌সুল' কে শির্ক বলিয়া গন্য করিয়াছেন এবং তাওয়াস্‌সুল এর বিশ্বাসী ব্যক্তিকে মুশরিক বলিয়াছেন নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তায়ালাকে, হুজুর রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে, সাহাবায় কিরাম রাদীআল্লাহু তায়ালা আনহুমকে ও অতীত বুজুর্গগনকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। এই ব্যক্তি মুসলমানদের জামায়াত থেকে খারিজ।..... (হারফে হাক্কানীয়াত ৮৬ পৃষ্ঠা)

পাকিস্তান - করাচির ফতওয়া

'তাওয়াস্‌সুল' শির্ক নয়, বরং জায়েজ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুজুর্গদিগের থেকে প্রমানিত। 'তাওয়াস্‌সুল' এ বিশ্বাসী ব্যক্তি মুমিন। তাহার নামাজ, যাকাত, হজ ইত্যাদি আমল সহী। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দেওয়া মুস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা অবলম্বন করা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে সাহায্য চাওয়া উত্তম। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে কেহ ইহা অস্বীকার করেন নাই। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ১৪৬পৃষ্ঠা)

পাকিস্তান - গোল্‌ড়ার ফতওয়া

'তাওয়াস্‌সুল' হক্ব। ঈমানের জন্য ইহা জরুরী। 'তাওয়াস্‌সুল' অস্বীকার করা কুফরী। অনুরূপ দুয়া করিবার সময় 'তাওয়াস্‌সুল' অবলম্বন করাও হাক্কানীদের নিকট প্রমানিত। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ১৫০ পৃষ্ঠা)

পাকিস্তান - ফায়সাল আবাদের ফতওয়া

'তাওয়াস্‌সুল' জায়েজ। ইহাকে একমাত্র সেই ব্যক্তি অস্বীকার করিয়া থাকে যে একেবারেই জাহেল এবং হক্কের রাস্তা থেকে দুরে সরিয়া গিয়াছে।..... ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ১৫৪ পৃষ্ঠা)

মিসর - কায়রোর ফতওয়া

নবী ও রসুলগনের অসীলা অবলম্বন করা জায়েজ। নিশ্চয় এই কাজ শির্ক নয়। নবী ও রসুলগনের অসীলা অবলম্বকারী মুসলমানের আক্বীদাহ সহী। উহার নামাজ, হজ ইত্যাদি আমল গ্রহণযোগ্য। .. .. (হারফে হাক্কানীয়াত ২৭৮ পৃষ্ঠা)

ইন্দোনেশিয়া - জাকারতার ফতওয়া

'তাওয়াস্‌সুল' জায়েজ। (হারফে হাক্কানীয়াত ৭৩পৃষ্ঠা)

লেবাননের ফতওয়া

আম্বিয়ায় কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম ও আউলিয়ায় কিরামদিগের জীবিত অবস্থায় এবং তাহাদের ইন্তেকালের পরেও তাঁহাদের অসীলা অবলম্বন করা সর্ব যূগে ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ৬৮পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দামাশ্‌কের ফতওয়া

অসীলা অবলম্বনের আক্বীদাহ জায়েজ। ইহা না শির্ক, না কুফর। অসীলা অবলম্বনকারী মুশরিক নয়। তাহার সমস্ত ইবাদত সহী। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ৫৮পৃষ্ঠা)

শামের ফতওয়া

অসীলা অবলম্বন করা জায়েজ। ইহার জায়েজ হওয়াতে ইজমা হইয়া গিয়াছে। বরং ইহা মুস্তাহাব। সীমা লংঘনকারী ওহাবীদের এই কথার কোন দলীল নাই যে, অসীলা অবলম্বনকারী মুশরিক। ওহাবীরা কাফের বলায় খুবই পটু। তাহাদের কাফের বলা থেকে ইসলাম পবিত্র।.....(হারফে হাক্কানীয়াত ৫৪পৃষ্ঠা)

ইরাক, শাম ও ফিলিস্তীনের ফতওয়া

'তাওয়াস্‌সুল' জায়েজ। নবী ও রসুল আলাইহিমুস্ সালামগনের অসীলা অবলম্বন করা তাঁহাদের জাহেরী জীবনেও জায়েজ এবং তাঁহাদের ইন্তেকালের পরেও জায়েজ। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ৪০পৃষ্ঠা)

সৌদী আরবের ফতওয়া

সৌদী আরবের সব চাইতে বড় আলেম শায়েখ আব্দুল আজীজ ইবনো আব্দুল্লাহ ইবনো বায বলিয়াছেন — 'তাওয়াস্‌সুল' এর কিছু প্রকার জায়েজ এবং কিছু না জায়েজ। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ২১৪পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শায়েখ আব্দুল আজীজ ইবনো আব্দুল্লাহ ইবনো বায দুই চক্ষুতে অন্ধ ছিলেন। এই জন্য মনে হইতেছে তিনি সমস্ত দুনিয়াকে অন্ধ ভাবিয়া ছিলেন অথবা তিনি সমস্ত দুনিয়াকে অন্ধ বানাইতে চাহিয়া ছিলেন। অন্যথায় তাহার মত একজন জগৎ বিখ্যাত, বিশেষ করিয়া সৌদী সরকারের সব চাইতে সেরা আলেম ও মুফতী হইয়া আসল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নিজের মনের মধ্যেকার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। তাহার নিকটে প্রশ্ন করা হইয়া ছিল — 'তাওয়াস্‌সুল' অবলম্বন করা শির্ক অথবা শির্ক নয়? এই ছোট প্রশ্নটির উত্তর না দিয়া তিনি 'তাওয়াস্‌সুল' এর শ্রেনীভাগ করতঃ সেইগুলির হুকুম প্রদান করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন — 'কিছু জায়েজ ও কিছু না জায়েজ'। এই জন্য বলা হইয়া থাকে — আল্লাহ তায়ালা যাহার ঈমান ছিনাইয়া নিয়া থাকেন তাহার ঈমান নেওয়ার পুর্বে তাহার বিবেক বুদ্ধিকে ছিনাইয়া নিয়া থাকেন। আসল কথা হইল যে, 'তাওয়াস্‌সুল' এর মসলায় মুজাহিদে মিল্লাত আল্‌হাজ আল্লামা হাবীবুর রহমান ক্বাদেরী হিন্দীর সহিত তাহাদের ঘরের মোল্লা ও মুফতীদের বিতর্ক বহু দুরে গড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা 'তাওয়াস্‌সুল' বা অসীলা অবলম্বন করাকে সরাসরি শির্ক বলিয়া দিয়াছেন। হারাম শরীফের ইমাম ও কাজীদের কলম যে কোমর ভাঙা হইয়া গিয়াছে সেদিকে খেয়াল করিয়া আসল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শায়েখ আব্দুল আজীজ ইবনো আব্দুল্লাহ ইবনো বায বলিয়াছেন — "তাওয়াস্‌সুল' কিছু জায়েজ ও কিছু না জায়েজ"। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ !

এই মুহুর্তে কেবল এতটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, সৌদী আরবের সব চাইতে বড় কাজী শায়েখ বায সেই অভিশপ্ত 'নজদ' এর মানুষ ছিলেন যেখানকার সম্পর্কে ভবিষ্যত বক্তা হুজুর মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঘোষনা করিয়াছেন — সেখান থেকে শয়তানের দল বাহির হইবে। এই শায়েখ বায তাহার 'হজ, উমরা ও যিয়ারত' নামক কিতাবে বলিয়াছেন — "যেসব লোক মসজিদে নাবাবী হতে দুরে বসবাস করছে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ (সঃ)

এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করা জায়েজ নয়''। (বাংলা অনুবাদ— ১০৪পৃষ্ঠা) শায়েখ বায ছিলেন একজন কট্টর ওহাবী নজ্‌দী — সমস্ত মাযহাবের শত্রু। বিশেষ করিয়া তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের মহাশত্রু। আক্বায়েদী মসলায় গোমরাহ ও গোমরাহকারী। অন্যথায় ওহাবী সৌদী সরকার তাহাকে প্রধান কাজীর পদ দেওয়াতো দুরের কথা, সৌদী থেকে বাহির করিয়া দিত। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় গোমরাহ ওহাবী লা মাযহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় শায়েখ বায এর প্রসংশায় পঞ্চমূখ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম বাংলায় মীযান, গতি ও জনতার আদালত ইত্যাদি বাংলা কাগজগুলির সবই ওহাবীদের। 'জনতার আদালত' পত্রিকায় শায়েখ বায এর ফতওয়াগুলি ধারাবাহিক প্রকাশ করা হইতেছে। এই সমস্ত কাগজের মসলা মাসায়েলের প্রতি আমল করা হানাফীদের জন্য হারাম।

ভারতীয় ওহাবীদের ফতওয়া

ভারতের নদওয়াতুল উলামার স্বনাম ধন্য শায়েখ আবুল হাসান নদবীর নির্দেশে শায়েখ মোহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন লাখনৌবী লিখিয়াছেন — আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগনের "তাওয়াস্‌সুল' অবলম্বন করিবার ধারনা রাখা শির্ক নয়। 'তাওয়াস্‌সুল' অবলম্বনকারী মুশরিক নয়। আশা করা যায় যে, তাহার নেক আমলগুলি কবুল করা হইবে। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ১৬১পৃষ্ঠা)

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়া

দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগ থেকে শায়েখ নিজামুদ্দীন লিখিয়াছেন — কিতাবগুলির ভাষা থেকে প্রকাশ হইতেছে যে, এই কাজ (অসীলা অবলম্বন করা) শির্ক নয়। এই লোকগুলি (অসীলা অবলম্বন কারীগন) মুশরিক নয়। অন্য মুসলমানদের ইবাদতগুলির ন্যায় ইহাদের ইবাদতগুলি সহী। ..... (হারযে হাক্কানীয়াত ১৬৪পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহারান পুরের ফতওয়া

সাহারানপুর মাযাহির উলুম এর দারুল ইফতার মুফতী আব্দুল কাইউম ও মুফতী ইয়াহ্ইয়া সাহেব লিখিয়াছেন — দুয়াতে নবীর (আলাইহিস্ সালামের) অথবা কোন ওলির অসীলা অবলম্বন করা জায়েজ। চাই তাহার হায়াতে অথবা ইন্তেকালেরপরে। অসীলা অবলম্বনে বিশ্বাসী মুশরিক নয়। শরীয়তে তাহার ইবাদতগুলি সহী। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ১৭০পৃষ্ঠা)

জেলা দারভাঙ্গার ফতওয়া

ভারতে কট্টর ওহাবী সম্প্রদায় যাহাদিগকে সুন্নীগন ওহাবী, লা মাযহাবী, গায়ের মুকাল্লিদ বলিয়া থাকেন কিন্তু তাহারা নিজ দিগকে আহলে হাদীস, সালাফী ও মোহাম্মাদী বলিয়া থাকে। জেলা দারভাঙ্গায় অবস্থিত দারুল উলুম আহমাদীয়া সালাফীয়া মাদ্রাসার মাওলানা আইনুল হক সালাফী সাহেব লিখিয়াছেন — নবীদিগের অসীলা অবলম্বন করা জায়েজ নয় এবং যে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন এবং উহা ইনকার করিয়াছেন; সূতরাং অসীলা অবলম্বনকারী মুশরিক। ..... (হারফে হাক্কানীয়াত ১৭১পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আল্লামা আশিকুর রহমান ক্বাদেরী হাবিবী সাহেব ক্বিবলা ওহাবী আইনুল হক সালাফীর উত্তরের উপর ছয়টি প্রশ্ন করতঃ প্রশ্ন পত্রটি রেজিষ্টারী করিয়া সালাফী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। কেবল তাই নয়, উত্তর আসিবার জন্য খাম রেজিষ্টারী হইয়া আসিবার মত টিকিটও লাগাইয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, আমার সময়ের অভাবে প্রশ্নগুলি নকল করা সম্ভব হইতেছেনা। যাইহোক, সালাফী সাহেব প্রত্র পাইয়াছেন এবং এ্যাকনোলেজমেন্টে সয়ং সাক্ষরও করিয়াছেন। কিন্তু বেচারা দশ মাস নিরব থাকিবার পর নির্লজ্জের মত একটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

মা'মুলি ডাকের মাধ্যমে আল্লামা সাহেবের প্রেরিত খামটি পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই খামের মধ্যে যাহা লেখা ছিল তাহা নিম্নে নকল করিয়া দেওয়া হইল ঃ —

বিসমিল্লাহির্রাহমা নির্রাহীম

হজরত বেরাদার জনাব / আশিকুর রহমান অফ্ফাকা হুল্লাহ — আস্সালামু আলাইকুম অ রহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু - অ বায়াদু।

কয়েক মাস হইয়াছে। আমি আপনার সেই পত্র পাইয়া গিয়াছি যাহাতে আপনি কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখা চাহিয়াছেন। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি আপনার প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়ার আগ্রহী ছিলাম। আজ পর্যন্ত এই ইচ্ছা ছিল যে, এই কাজের জন্য আমি আমার সময়ের মধ্যে থেকে একাংশ সময় বাহির করিয়া নিব কিন্তু আমার কঠিন দুঃখ যে, নিজের বহু ও বিভিন্ন প্রকার ব্যস্ততা থাকিবার কারনে আজ পর্যন্ত এই কাজ করিতে পারিলাম না। সম্ভবত আমি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে সময় পাইবনা। অতএব আমি আশা করিতেছি যে, আমাকে মা'জুর মনে করা হইবে এবং আমি এই পত্রের সহিত ডাক টিকিট লাগানো খামটি পাঠাইতেছি।

আস্সালামো আলাইকুম অ রহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু
আইনুল হক সালাফী
মুদার্রিস, দারুল উলুম আহমাদীয়া সালাফীয়াহ
দারভাঙ্গা (বিহার) ৩ - ১২- ১৯৮০

সত্য প্রকাশ হইয়া গিয়াছে

সত্য সব সময়ে প্রকাশ হইয়াই থাকে। সত্যকে গোপন করিয়া রাখা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। সাময়িক ভাবে সত্যকে অসত্যের আড়ালে রাখা সম্ভব হইলেও সত্য যথা সময়ে প্রকাশ হইয়া থাকে। যাঁচাই না করিলে ভাল, মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। সত্যকে জানিবার জন্য সব সময়ে যাঁচাই করিবার প্রয়োজন। আজ যদি যাঁচাই না করা হইত, তাহাহইলে সত্য উদ্‌ঘাটন হইতনা। যে মসলায় আমার মুজাহিদে মিল্লাতকে বর্বর ওহাবীরা এত নির্যাতন করিয়াছে সেই মসলায় তিনি যে, কতখানী হক্কের উপর ছিলেন তাহা আজ দুনিয়া দেখিতেছে এবং কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত দুনিয়া দেখিতে থাকিবে ইনশা আল্লাহ! তবে প্রচারের প্রয়োজন রহিয়াছে। যে ভাবে যাঁচাই করা হইয়াছে সে ভাবে প্রচার করা হয় নাই। দুনিয়ার দারুল ইফতাগুলির কাছ থেকে যে অভিমত আসিয়াছে তাহা হাজারে নয় শত মানুষের জানার মধ্যে আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলিমদের হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন অবগত নয়।

মুজাহিদে মিল্লাতের দুরদর্শিতা

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মদীনা শরীফের বড় কাজী — হারাম শরীফের ইমাম শায়েখ আব্দুল আজীজের সহিত হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের মুনাজারার সময় তিনি যে বক্তব্যের উপরে স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন তাহাতে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়া ছিলেন — আপনি আপনার নামের পর 'ইমামে হারাম' এর সহিত 'ওহাবী' শব্দ লিখিয়া দিন। তাহাহইলে জগৎ জানিয়া নিবে যে, আমরা হারাম শরীফের ওহাবী ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করিয়া থাকিনা। সূতরাং ওহাবী বড় কাজী নিজের কলমে নিজেই 'ওহাবী' শব্দ বাড়াইয়া দিয়া ছিলেন। ইহা ছিল হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের দুরদর্শিতা। কারন, ইসলামের ইতিহাসে ওহাবীরা এমনই কলংক হইয়া রহিয়াছে যে, আজো তাহারা নিজদিগকে

ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। এখন পর্যন্ত হাজার হাজার সাধারন মানুষ না ওহাবী মতবাদ সম্পর্কে অবগত, না মক্কা ও মদীনা শরীফের ইমামদের সম্পর্কে অবগত। যখন সেখানকার বড় কাজী নিজেকে ওহাবী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন তখন তাহাদের ওহাবী হওয়ায় কাহার সন্দেহ থাকিতে পারেনা।

ওহাবীদের ধারনা

সুন্নীদের সহিত ওহাবীদের কেবল 'তাওয়াস্‌সুল' এর মসলায় মতভেদ এমন কথা নয়, বরং ইসলামের বহু মৌলিক বিষয়ে তাহাদের সহিত মতভেদ রহিয়াছে। এখানে তাহাদের আক্বীদাহ সম্পর্কে সংক্ষিত ভাবে হুসাইন আহমাদ মাদানীর লেখা কিতাব ' আশ্‌শিহা বুস্‌ সাকিব' থেকে কিছু উদ্ধৃত করা হইহেতছে।

''মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী তের শতাব্দির প্রথম দিকে আরবের 'নজদ' নামক স্থানে প্রকাশ হইয়া ছিলেন। যেহেতু তিনি ভ্রান্ত ধারনা ও বাতিল আক্বীদাহ পোষন করিতেন। এই কারনে তিনি আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধারনার উপর চলিবার জন্য আহলে সুন্নাতকে বাধ্য করিতেন। সুন্নীদের ধনসম্পদ লুটের মাল এবং হালাল ধারনা করিতেন। উহাদিগকে হত্যা করা সওয়াবের কাজ ও রহমাত ধারনা করিতেন। বিশেষ করিয়া মক্কা ও মদীনা বাসীকে এবং সাধারন ভাবে সমস্ত আরববাসীকে কঠিন কষ্ট দিয়াছেন। পূর্ব বর্তী ইমামগন এবং তাহাদের অনুসারীগনের সম্পর্কে অত্যান্ত কটু ভাষা ও বিয়াদবী মূলক কথা ব্যবহার করিয়াছেন। বহু মানুষ তাহার অত্যাচারে মক্কা ও মদীনা শরীফ ত্যাগ করিয়াছেন। হাজার হাজার মানুষ তাহার এবং তাহার সৈন্যদের হাতে নিহত হইয়াছেন। মোট কথা, তিনি একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত পিপাযু ও ফাসেক মানুষ ছিলেন। এই সব কারনে তাহার প্রতি ও তাহার অনুসারীদের প্রতি, বিশেষ করিয়া আরববাসীর আন্তরিক হিংসা ছিল এবং রহিয়াছে। এতই হিংসা রহিয়াছে যে, এই প্রকার হিংসা না ইহুদীদের প্রতি, না ঈসায়ীদের প্রতি, না অগ্নিপূজকদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতি ও না হিন্দুদের প্রতি। আরববাসীরা তাহাদের থেকে এতই অত্যাচার পাইয়াছেন যে, তাহারা ইহুদী ও ঈসায়ীদের অপেক্ষা ওহাবীদের প্রতি বেশি দুঃখ ও হিংসা পোষন করিয়া থাকেন।

(১) — মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাবের ধারনা ছিল যে, সমস্ত আলেম ও সমস্ত দেশের মুসলমান মুশরিক ও কাফের। ইহাদের সহিত যুদ্ধ ও হত্যা কান্ড করা এবং ইহাদের ধনসম্পদ লুট করিয়া নেওয়া হালাল, জায়েজ বরং অয়াজিব।

(২) — ওহাবী ও তাহাদের অনুসারীদের আজো এই ধারনা রহিয়াছে যে, আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগনের হায়াত কেবল ঐ সময় পর্যন্ত, যতদিন তাহারা দুনিয়াতে ছিলেন। তাহার পর তাহারা ও অন্যান্য মুমিনগন মরনের দিক দিয়া সমান। যদি মরনের পর তাহাদের জীবন থাকে তাহাহইলে উহা বরযাখী জীবন, যাহা হাদীস থেকে প্রমানিত। ওহাবীদের একাংশ নবীর দেহ রক্ষিত থাকিবার পক্ষপাতি কিন্তু তাহা রুহের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হায়াত সম্পর্কে বহু ওহাবীর মুখে এমনই কটু ভাষা শোনা গিয়াছে যাহা উচ্চারন করা নাজায়েজ।

(৩) — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করা ওহাবীরা বেদয়াত - হারাম ইত্যাদি লিখিয়া থাকে এবং যিয়ারতের জন্য সফর করাকে ব্যাভীচারের সমপর্যায় বলিয়া থাকে। যদি কেহ মসজিদে নবুবীতে যায়, তাহাহইলে হুজুরের প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করেনা এবং রওযার দিকে মুখ করিয়া দুয়া করেনা।

(৪) — ওহাবীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। হুজুর পাককে নিজেদের মতই ধারনা করিয়া থাকে। ওহাবীদের ধারনা যে, ইন্তেকালের পর আমাদের প্রতি হুজুরের কোন অধিকার নাই। আমাদের প্রতি তাঁহার কোন দয়া ও উপকার নাই, তাই তাঁহার অসীলা দিয়া দুয়া করা নাজায়েজ বলিয়া থাকে। তাহারা আরো বলিয়া থাকে যে, আমাদের হাতের লাঠি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা বেশি উপকারী। আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর তাড়াইয়া থাকি। হুজুরের দ্বারায় তাহাও করা যায় না।

(৫) — ওহাবীরা 'বাতেনী ইল্ম' আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করা অযথা কাজ ও বেদয়াত বলিয়া থাকে এবং আউলিয়ায় কিরামগনের কথা ও কর্মকে শির্ক বলিয়া থাকে।

(৬) — ওহাবীরা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরন করাকে শির্ক বলিয়া থাকে। চার ইমাম ও তাহাদের অনুসরনকারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কারনে তাহারা আহলে সুন্নাতের বিপরীত হইয়া গিয়াছে।

(৭) — বদমাইশ ওহাবীরা হুজুর পাকের প্রতি বেশি দরুদ সালাম পাঠ করা ও দালায়েলুল খয়রাত শরীফ পাঠ করা জঘন্নতম নাজায়েজ মনে করিয়া থাকে। (আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব ৪২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৮পৃষ্ঠা পর্যন্ত) ইহা হইল আরবের ওহাবীদের বদ্ আক্বীদাহ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরন। ভারতের ওহাবীদের বদ্ আক্বীদা সমূহের বিস্তারীত বিবরন জানিতে হইলে আমার 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য' ও আমার অনুবাদ করা 'আলমিসবাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে হইবে।

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ওহাবীদের বদ্ আক্বীদাহ সম্পর্কে তিলে তিলে অবগত ছিলেন বলিয়া তবেই তো তাহাদের পশ্চাতে নামাজ বয়কট করিয়া ছিলেন। বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য একটি নকশা নিম্নে প্রদান করা হইতেছে।

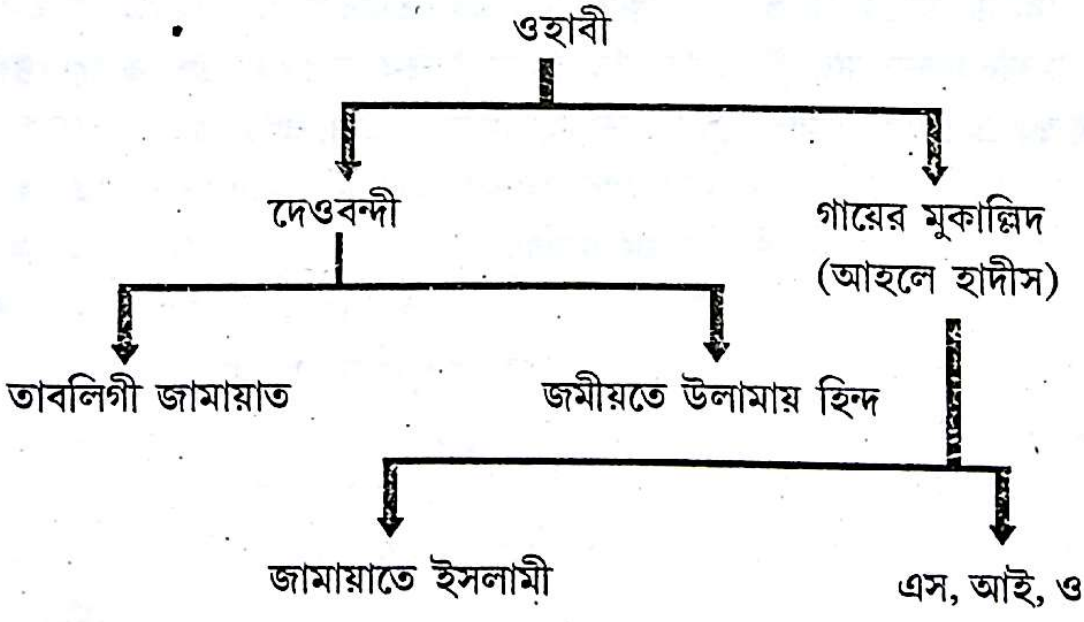

ওহাবীদের শাখা প্রশাখা যে জামায়াত গুলির নাম নকশায় দেখিতেছেন ইহারা প্রত্যেকেই ওহাবী মতবাদে পূর্ণ বিশ্বাসী। তবে গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীস সম্প্রদায় যেভাবে প্রকাশ্যে ওহাবী মতবাদের উপর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ঠিক সেই ভাবে কট্টর হইয়া দেওবন্দীরা দাঁড়াইয়া নাই। ইহারা কিছুটা মুনাফেকী চালে চলিয়া থাকে। কখনো নরমে কখনো গরমে নিজেদের মত পথ প্রকাশ করিয়া থাকে। দেওবন্দী শাখা তাবলিগী জামায়াত হইল সব চাইতে মুনাফিক জামায়াত। বর্তমান ওহাবী সৌদী সরকার এই মুনাফিক জামায়াতের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ওহাবী জাল বিস্তার করিতেছে। ইহারা কোন সময়ে মাযহাবী ও মতভেদী আলোচনার ধারে কাছে যায়না। কেবল নামাজ, রোজার কথা বলিয়া থাকে। এই জামায়াত বাহ্যিক আমলে মানুষকে এমন মস্ত করিয়া দিয়া থাকে যে, তাহারা খুব অল্প দিনের মধ্যে সুন্নীয়াত থেকে সরিয়া ওহাবী হইয়া যায়।

দেওবন্দীদের দ্বিতীয় শাখা জমীয়তে উলামায় হিন্দ। ইহারা রাজনৈতিক প্লাট ফরমে থাকিয়া সর্ব শ্রেণীর মানুষের উপর ওহাবী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীসদের প্রথম শাখা জামায়াতে ইসলামী বা মৌদূদী জামায়াত। ইহারা হুকুমাতে ইলাহী বা খোদায়ী রাজ কায়েম করিবার কথা বলিয়া ডাক্তার, মাষ্টার ও ইঞ্জিনিয়ার; এই শ্রেণীর মানুষকে হাতে করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে ইহারা রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী করিতেছে। এই জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনের নাম হইল এস, আই, ও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?

হায় হিন্দুস্তানী হাজীগন

হিন্দুস্তানী হাজীগন! আপনারা নিজদিগকে সুন্নী বলিয়া দাবী করিতেছেন আবার ওহাবীদের পিছনে নামাজ আদায় করিতেছেন ? আপনাদের কাছে কি নামাজের মত একটি বড় ইবাদতের কোন মূল্যই নাই ? হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের কথা কি ভূলিয়া গিয়াছেন ? তিনি যখন ওহাবীদের বদ্ আক্বীদার কারনে তাহাদের পশ্চাতে নামাজ বয়কট করিয়া গিয়াছেন তখন তাহাদের পশ্চাতে নামাজ আদায় করা কি জায়েজ হইবে ? বড় জামায়াত হইলেই কি বড় জামায়াতের সহিত অংশ গ্রহণ করা কি জরুরী হইয়া যায় ? ওহাবীদের বদ্ আক্বীদাহ সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকিবার কারনে যদি তাহাদের প্রতি ধারনা ভাল থাকিয়া যায়, তাহাহইলে আজতো তাহাদের বদ্ আক্বীদাহ সম্পর্কে আংশিক অবগত হইয়া গিয়াছেন। নিশ্চয় এখন আর কোন অজুহাত বাকী থাকিতে পারেনা। ইহার পরেও যদি তাহাদের আক্বীদাহ সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায়, তাহাহইলে কোন নির্ভর যোগ্য সুন্নী আলেমের কাছ থেকে অবশ্যই যাঁচাই করিয়া নিবেন। কারন, ইহা হইল ঈমানের ব্যাপার।

মুজাহিদে মিল্লাতের কয়েদী জীবন

যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাচ্চা নায়েব — হানাফী মাযহাবের বানী বা প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আ'জম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কেবল কয়েদখানা দেখিয়া ছিলেন না, তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত শেষ হইয়া ছিল কয়েদখানার ভিতরে। তখন তাঁহার মাযহাবের একজন সাচ্চা নায়েব - হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের সামনে কয়েদখানা চলিয়া আসা না অসম্ভব, না কোন আশ্চর্যের বিষয়! শরীয়ত ও তরীকতের সঙ্গম, মা'রেফাত ও হাকীকাতের সমূদ্র, মুহাক্কিক মুনাজীরদিগের সর্দার হুজুর হজরত মুজাহিদে মিল্লাত জীবনে দুই একবার নয়, আটবার আবদ্ধ হইয়া ছিলেন জেলখানার কুঠিরে। আমার মহান মুজাহিদে মিল্লাতের জীবনে যে জেল ও জিঞ্জির আসিবে তাহা তিনি তরুন কালে টের পাইয়া ছিলেন। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের ফুফাতো ভাই মোল্লা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব বর্ননা করিয়াছেন — যখন মুজাহিদে মিল্লাত কটকের রওন্শা কালেজীয়েট ইস্কুলে পাঠ্যরত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি একবার কঠিন ভাবে টাইফায়েট জ্বরে বহু দিন ভুগিয়া ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি এক দিন দরওয়াজার জিঞ্জির ধরিয়া বহুক্ষন পর্যন্ত হেলাইতে ছিলেন এবং বলিতে ছিলেন — জিঞ্জির! তুমি বলো কে তোমাকে পয়দা করিয়াছেন ?

ভাদ্‌রক জেলে মুজাহিদে মিল্লাত

মুজাহিদে মিল্লাত সর্ব প্রথম ব্রিটিশ প্রিয়ডে ১৯৩৪ সালে কারা বরন করিয়া ছিলেন। ইহার কারন ছিল যে, তিনি সব সময়ে কঠোর হইয়া যালেমদের মুকাবিলা এবং মাযলুমদের সাহায্যের জন্য পাশে দাঁড়াইয়া যাইতেন। সরকারী অনিহার কারনে উড়িষ্যার চাষীদের সেঁচ ব্যবস্থা খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়া ছিল। এক বৎসর পর্যন্ত তাহারা চাষাবাদের জন্য পানি পাইয়া ছিলনা। পরের বৎসর খুবই কম পানি পাইয়াছিল। ইহাতে চাষিরা বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখিন হইয়া পড়িয়াছিল। এই পানি সাপ্লাই দেওয়ার জন্য সরকার চাষিদের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করিত। বৎসরান্তে সরকার চাষিদের কাছ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ট্যাক্স আদায় করিত। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত চাষিদের করুন অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহাদের পাশে পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া গিয়া ছিলেন এবং ঘোষনা করিয়া দিয়া ছিলেন যে, যে বৎসর পানি পাওয়া যায় নাই সেই বৎসরের অয়াটার ট্যাক্স কেহ আদায় করিবেনা। সমস্ত চাষিরা তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সরকারের নজরে ইহা ছিল মুজাহিদে মিল্লাতের অপরাধ। যালেম সরকারের বিরুদ্ধে মাযলূমদের পাশে দাঁড়াইবার অপরাধে তাঁহাকে ভাদরক জেলে বন্দী হইতে হইয়া ছিল। কিছু দিন মুকাদ্দামা চলিবার পর তাঁহার শ্বাস্তি হইয়া গিয়াছিল কিন্তু তিনি আপীল করিবার পর রেহাই পাইয়া ছিলেন।

জরুরী বিজ্ঞাপন

বাজারী ব্যবসিকদের কাটা গরু, ছাগল ইত্যাদির মাংস খাওয়া হারাম। কারন, ইহারা সামান্য চামড়া বড় করিবার জন্য যথাস্থানে যথা নিয়মে জবাহ করিয়া থাকেনা। আপনি আল্লাহর অয়াস্তে হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করিবার চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিবাদ করা ঈমানী দায়িত্ব।

গাজীপুর ও সুলতানপুর জেল

১৯৪৯ সালে 'অল্ ইন্ডিয়া তাবলীগে সীরাত' কায়েম করা হইয়া ছিল। ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া ছিলেন হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত। তিনি এই 'তাবলীগে সীরাত' এর পিছনে নিজের বাকী জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া ছিলেন। উৎসর্গ করিয়া দিয়া ছিলেন ইহার পিছনে এক রকম জীবনের সমস্ত সম্পদ। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমন করিয়া কায়েম করিয়া ছিলেন 'অল্ ইন্ডিয়া তাবলীগে সীরাত' এর বহু শাখা। ইহার মাধ্যমে ভারতের কোনায় কোনায় বহু বড় বড় জালসা কায়েম হইতে থাকে। সূতরাং গাজীপুর শহরের 'টাউন হলে' ১৯৫৬ সালে ২১ ও ২২শে জানুয়ারী এক মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ২১শে জানুয়ারীর রাতে উক্ত সভায় যে ভাষন দিয়া ছিলেন তাহা গাজীপুর পুলিশ সনত্ প্রসাদ সিং 'সর্ট হ্যান্ড' করিয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই 'সর্টহ্যান্ড' এর মাধ্যমে মুজাহিদে মিল্লাতকে জেলখানায় যাইতে হইয়া ছিল। সনত্ প্রসাদ সিং তাহার 'সর্ট হ্যান্ড' এর মাধ্যমে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের যে ভাষন কোর্টে দাখিল করিয়া ছিলেন তাহা থেকে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে ঃ —

"যে সময় মুসলমানকে লুট করা হইতে ছিল, মুসলমানকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইতে ছিল তাহা অপেক্ষা বর্তমান সময় বেশি বিপজ্জনক। মুসলমান তো সেই যাহার প্রান চলিয়া যাওয়া কিছুই নয় কিন্তু তাহার দ্বীন ও ঈমান বাকী না থাকাই হইল বেশি ক্ষতির কারন। পূর্বে এই জন্য অত্যাচার হইত যে, যেন কেহ মুসলমান না থাকে। মুসলমান যেন পাকিস্তান চলিয়া যায়। কিন্তু আজ এই জন্য অত্যাচার হইতেছে যে, মুসলমান থাকিবে কিন্তু মুসলমান হইয়া থাকিতে পারিবেনা।" (হাবীব আসীর ৪৩পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

"মুসলমান ঘোষনা করিয়া থাকে যে, 'আল্লাহু আকবার' — আল্লাহ মহান। যে আল্লাহর সত্ত্বা সম্পর্কে অবমাননা করিবে তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। মুসলমান! কুরয়ান শরীফ সেই কিতাব, যাহা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকে। সর্ব শক্তি প্রয়োগ হইয়াছে কুরয়ানের বিরুদ্ধে কিন্তু দুনিয়া অক্ষম হইয়া গিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষম হইয়া থাকিবে। কেহ ইহার মুকাবিলা করিতে পারিবেনা। এই অদ্বিতীয় আল্লাহ ও তাঁহার কিতাব কুরয়ান শরীফের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করা হইতেছে। মসজিদগুলির অবমাননা করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের দ্বীনকে খতম করিয়া দেওয়া।"

"এই জন্য আমি বলিতেছি যে, সেই সময় এই সময়ের মত ভয়াবহ ছিলনা যে সময় সম্পর্কে মানুষ বলিত যে, ইহা প্যাটেলের পলিসী। যদি উহা ছিল প্যাটেলের পলিসী তবুও ইহা অপেক্ষা উত্তম ছিল। কারন, যদি মুসলমান মরিয়া যাইত, তাহা হইলে দ্বীনের উপরে মরিয়া যাইত। কিন্তু আজ মুসলমানদের দ্বীনকে মিটাইয়া দেওয়া হইতেছে। মুসলমান! ইহা হইল পরিক্ষার সময়। আজ মুসলমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ হইয়া রহিয়াছে যেমন গল্পে বলা হইয়াছে যে, কেহ কোন জায়গা থেকে আসিয়া কাহার শুভ সংবাদ দিয়া বলিল যে, আরে ভাই! তোমার পিতা ইন্তেকাল করিয়াছেন। বাকী সমস্ত সংবাদ ভাল। তোমার পুত্রের পা ভাঙিয়া গিয়াছে। বাকী সমস্ত সংবাদ কুশল। এখানে মুসলমানদের এই অবস্থা হইতেছে। মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার করা হইতেছে এবং সরকার বলিতেছে যে, মুসলমানদের এবং তাহাদের মাযহাবকে হিফাজত করিবার জন্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।"

"কিছু মুসলমান ইহাদের চিনিতে পারে নাই। এবং কিছু মুসলমান চেয়ারের লোভে ইহাদের গোলাম হইয়া গিয়াছে। গান্ধীর মরনের পর কিছু মুসলমান আমার কাছে আসিয়া বলিয়াছে যে, এখনতো গান্ধীজি মরিয়া গিয়াছেন। এখন হিন্দুস্তানে মুসলমানদের বাঁচাইবার মত কেহ নাই। কিন্তু ইহারা জানে না যে, গান্ধীর যুগে মুসলমানদের প্রতি, যে অত্যাচার ও হত্যা কান্ড হইয়াছে সেগুলি

সবই গান্ধীই করাইয়া ছিল। মানুষ তাহাকে অহিংসার পূজারী বলিত। তিনি অহিংসার আড়ালে সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা করাইতেন। যখন সাম্প্রদায়ীক শক্তি মুসলমানদের প্রতি যুলুম করিবার জন্য অগ্রসর হইত তখন তিনি তাহাদিগকে খুব দাবাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কোন রকম পদক্ষেপ না নিয়া কেবল বন্ধ করো বন্ধ করো বলিয়া চিল্লাইতেন। কিন্তু ওহে মুসলমান! জানিয়া রাখ যে, এই বন্ধ করো বলিবার পিছনে 'না' লুকানো ছিল। অর্থাৎ বন্ধ করিওনা বলিতেন। যাহার ফল ইহাই হইয়াছে যে, বিহার, বাঙ্গাল ও পাঞ্জাবের সর্বত্রে মুসলমানদের আমভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহাদের মা ও বোনেদের পবিত্রতা নষ্ট করা হইয়াছে।"

"কিন্তু ওহে মুসলমান! তোমরা নিজেদের কুরয়ানকে স্মরন রাখো। কুরয়ান বলিতেছে — রসুলে পাক ও কুরয়ান শরীফে বিশ্বাসীদের প্রতি যে অত্যাচার করিবে সে পৃথিবী থেকে নিজে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এবং ইহার ফল ইহাই হইয়াছে যে, সেই গান্ধী যাহাকে বাপু ও মুহাত্মা বলা হইত তাহাকে হিন্দুদেরই হাতে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামের শান যেমনকার তেমনই রহিয়াছে।"

"ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আক্রমনকারীদের এমন বহু অহিংসার পূজারীকে দুনিয়া থেকে মিটাইয়া দেওয়া হইবে। ইসলাম ও রসুলে পাকের শানের খেলাফ করিয়া দুনিয়ার কোন কওম দাঁড়াইতে পারেনা।"

"আজ গরু কুরবানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইতেছে যে, যদি কুরবানী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া যাইবে। যাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিবার ক্ষমতা নাই তাহার জন্য রাজত্ব ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।"

"সরকার যদি আমাদের কথা শুনিতে না পাইয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার কানে কাঁঠি ভরিয়া দিয়া আমাদের কথা শুনাইয়া দেওয়া হইবে। যতদিন মুসলমানদের মসজিদগুলির ফায়সালা করিয়া দেওয়া না হইবে ততদিন পর্যন্ত

জেলখানার ভিতরে মুজাহিদে মিল্লাত

সুলতানপুরে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের শাস্তির অর্ডার হইয়া যাইবার পর তাঁহাকে সি, ক্লাসে রাখা হইয়া ছিল। চোর ডাকাতদের সহিত যে ব্যবহার করা হইত তাহা মুজাহিদে মিল্লাতের সহিত করা হইতনা। জিয়ালার যিয়াউদ্দীন সিদ্দিকী তাঁহার সহিত অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করিতেন। তিনি তাঁহার বেড়ি অথবা জিঞ্জির পরাইতেন। অত্যন্ত টাইট করিয়া দিতেন। জেলের মধ্যে মুজাহিদে মিল্লাতের দড়ি পাকাইবার অর্ডার হইয়া ছিল।

উড়িষ্যার মুসলমানদের মধ্যে মুজাহিদে মিল্লাত ছিলেন সব চাইতে বড় জমীদার। ব্রিটিশ প্রিয়ডে তাঁহার এত বেশি আমদানী হইত যে, বৎসরে বার হাজার টাকা মালের মাসুল বা খাজনা দিতে হইত। তিনি এলাহাবাদে মাদ্রাসা সুবহানীয়াতে সদর মুদার্রিস এর দায়িত্ব গ্রহন করিয়া ছিলেন। কোন বেতন স্বরূপ একটি পয়সা গ্রহণ করিয়া ছিলেন না। বরং নিজের পকেটের পয়সা থেকে হাজার হাজার টাকা শিষ্যদের পিছনে ব্যায় করিয়া দিতেন। তিনি ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে অগনিত শিক্ষা কেন্দ্র কায়েম করিয়াছেন। এইগুলির জন্য যখন জমীনের প্রয়োজন হইয়াছে তখন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া জমীন ক্রয় করিয়াছেন। পানির মত বহাইয়া দিয়া ছিলেন নিজের পকেটের পয়সা। আহঃ আমার মুজাহিদে মিল্লাত যাঁহার নিজের নোখ কাটিবার অবসর ছিলনা আজ সেই জমীদারকে দড়ি পাকাইবার অর্ডার হইয়া গিয়াছে। সূতরাং তিনি দড়ি পাকানো আরম্ভ করিয়া ছিলেন। দড়ি কোন জায়গায় মোটা ও কোন জায়গায় সরু হইয়া যাইত। জেলের এক অফিসার তাঁহাকে ধমকাইয়া ছিলেন — আপনি কেমন! আপনার দড়িটি কেমন! হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে দড়ি পাকানো শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুইজন চোরকে নিযুক্ত করা হইয়া ছিল। ইহার পর তিনি আবার দড়ি পাকানো আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তবুও তাঁহার দড়ি সঠিক হইতনা। কোন জায়গায় মোটা ও পাতলা হইয়া যাইত। এই কষ্টে তাঁহার দৈহিক দিক দিয়া খুবই অবনতি ঘটিয়া ছিল। তাঁহার পেশাব থেকে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়া ছিল। তাঁহার ওজন কমিয়া ১২৪ পাউন্ড হইয়া

গিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত জেলখানার হাসপাতালে তাঁহাকে ভর্তি করা হইয়া ছিল। তিনি দিল্লীর হাকীম আব্দুল গাফ্‌ফার সাহেবের চিকিৎসার জন্য আবেদন করিয়া ছিলেন। কিন্তু কোর্ট তাহা মঞ্জুর করিয়া ছিলনা। সুস্থ হইবার পর মুজাহিদে মিল্লাত নিজ ইচ্ছায় জেলখানার ভিতরে নিজের কাছাকাছি একটি স্থানে ফুলের বাগান লাগাইয়া তাহা দেখা শোনা করিতে লাগিলেন। ইহার পর থেকে কেহ তাঁহাকে দড়ি পাকাইবার ব্যাপারে কিছু বলিয়া ছিলনা। ১৯৫৭ সালে ২১শে ডিসেম্বর হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত জেল থেকে মুক্তি পাইয়া ছিলেন। ইহাতে তাঁহার মুরীদ ও ভক্তদের মধ্যে আনন্দের ঝড় বহিয়া গিয়াছিল।

মাযলুম মুজাহিদে মিল্লাত

১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া ছিল। ইহাতে মুজাহিদে মিল্লাতের অপরাধ কি ছিল? ভারত এমন একটি দেশ যেখানে কিছু করিবার জন্য উপযুক্ত কোন কারনের প্রয়োজন হইয়া থাকেনা। যুদ্ধের পরে ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রোলস্ এর অনুযায়ী হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে গ্রেফতার করা হইয়া ছিল। উড়িষ্যার বিরহামপুর জেলে তাঁহাকে কয়েক মাস রাখা হইয়া ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মুকাদ্দামা চলিয়া ছিল। কয়েক মাস বন্দী রাখিবার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, বিরহামপুর জেলে থাকা অবস্থায় পুলিশ মুজাহিদে মিল্লাতের খানা তালাশী করিয়া ছিল। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য মুতাবিক কোন জিনিষ পাইয়া ছিলনা। এমনকি সামান্য সোনা পর্যন্ত তাহাদের নজরে পড়িয়া ছিলনা। ডেপুটি ইনেস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ আশ্চর্য হইয়া বলিয়া ছিলেন — এত বড় একজন জমীদারের বাড়ীতে সামান্য সোনা পর্যন্ত দেখা গেলনা! শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার গভর্নর বলিয়া ছিলেন সরকারী পক্ষ থেকে তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করা হইতেছে তাহা অকারন। অতঃপর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়া ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রায় বেরেলীর জেলে মুজাহিদে মিল্লাত

১৯৭২ সালের কথা, যখন মুজাহিদে মিল্লাত যঈফ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এক প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য বেনারসে গিয়াছিলেন। সেখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছিল। তিনি 'মুন্ডুয়াডীহ' স্টেশনে পৌঁছিয়া গেলে সেখানে কিছু ফাসাদী লোক হাজির হইয়া যায় এবং তাঁহাকে প্লাট ফরম থেকে ধাক্কা মারিয়া নিচে ফেলিয়া দেয়। ইহাতে তিনি অত্যন্ত যখম হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার হাঁটুতে চোট লাগিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং সেখানে তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল।

ভারতের একজন স্বনাম ধন্য মুর্শিদ ও মুনাজির, যাঁহার হাজার হাজার মুরীদ ও মু'তাকীদ; তাহারা কি তাঁহার এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না? তিনি তাহাদের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরন দিতে পারেন না? তাঁহার ভক্ত অনুগত সাংবাদিক ও রিপোর্টারেরা কি তাঁহার মুখে শুনিয়া সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না? অবস্থা ইহাই হইয়া ছিল। সুন্নী সাংবাদিকরা তাঁহার কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরন শুনিবার পর তাহা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া ছিলেন। সরকারের নজরে ইহা ছিল হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের একটি বড় অপরাধ। কিন্তু সরকার তাঁহাকে এলাহাবাদে গ্রেফতার করিতে পারে নাই। কারন, এলাহাবাদ ছিল হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের একটি সুদৃঢ় দুর্গ। এখানে তাঁহাকে গ্রেফতার করা সরকারের জন্য খুব সহজ ও সুবিধা ছিলনা। তাই সরকারের পক্ষ থেকে বার বার লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিত — আপনি এলাহাবাদ থেকে অন্যত্রে চলিয়া যান। বিশেষ কারনে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের রায় বেরেলী যাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এখানে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া জেলে ভরিয়া দিয়া থাকে। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — এই জেলখানায় আমাকে একটি ছোট কুটিরে রাখা হইয়াছিল। কাহার সহিত সাক্ষাত করিবার সুযোগ দেওয়া হইতনা। পরে তিনি যামীন হইয়া বাহির হইয়া আসেন এবং একেবারে মুক্তি পাইয়া যান।

সাহায্য করাও অপরাধ?

ধাম নগরে 'তালিপদা' নামক স্থানে সরসত্বী নামে এক বৃদ্ধা বাস করিত। ১৯৭৫ সালে তাহার বয়স হইয়াছিল নব্বই বৎসর। তাহার স্বামী মোহনী মোহন দাস মরিয়া গিয়া ছিল। এই বৃদ্ধার সমস্ত সম্পত্তি তাহার পোতা লম্বুদর মুহান্তী কাড়িয়া লইয়া ছিল। যেহেতু মুজাহিদে মিল্লাত ছিলেন এই এলাকার সব চাইতে বড় সরদার। তাই এই কায়েস্ত বৃদ্ধা তাঁহার স্মরনাপন্ন হইয়া সাহায্য ও বিচার প্রার্থী হইয়া ছিল। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত এই মাযলুম বৃদ্ধাকে নিজের বাড়ী আশ্রয় দিয়া ছিলেন। লম্বুদর মুহান্ত ও এলাকার বড় বড় হিন্দুরা মুজাহিদে মিল্লাতের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে একটি কেস্ খাড়া করিয়া দিয়াছিল যে, তিনি আমাদের এক হিন্দু রমনীকে চক্রান্ত করিয়া মুসলমান করিয়া নিয়াছেন। এই মিথ্যা অজুহাতে তাঁহাকে অপরাধী প্রমান করিয়া গ্রেফতার করতঃ ভাদরাক জেলখানায় বন্দী করা হইয়া ছিল। অতঃপর ১৯৭৫ সালে ৫ই নভেম্বর জজের ইজলাসে বৃদ্ধার বিস্তারিত বিবরনে মুজাহিদে মিল্লাত বেকসুর খালাস হইয়া যান।

মীসায় মুজাহিদে মিল্লাত

১৯৭৫ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দ্রা গান্ধী 'মীসা' আইন চালু করিয়া ছিলেন। এই মীসার মাধ্যমে বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের আছাড় মারিয়া দিয়া ছিলেন। সুযোগ পাইয়া গিয়াছিল উড়িষ্যার সংখ্যাগরিষ্ট উগ্রপন্থী দল ও পুলিশ মহল। এই নতুন আইনের আওতায় ফেলিয়া যেন তেন প্রকারে মুজাহিদে মিল্লাতকে গ্রেফতার করিয়া বালেশ্বর জেলে ভরিয়া দেওয়া হইয়া ছিল। প্রকাশ থাকে যে, মুজাহিদে মিল্লাত সবে মাত্র সরস্বতী মামলা থেকে মুক্তি পাইয়াছেন। ইহার কয়েকদিন পর পীরে তরীকাত রাহবারে শরীয়ত মুজাহিদে মিল্লাত আহলে সুন্নাতের আজীম রাহনুমা আল্লামা আশশাহ মোহাম্মাদ হাবীবুর রহমান হাশেমী ক্বাদেরীর মীসায় পড়িয়া যাওয়ায় সমস্ত সুন্নীরা দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়া পড়িয়া ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জেলখানার মধ্যে মুজাহিদে মিল্লাত অসুস্থ হইয়া পড়িয়া ছিলেন। প্রথমতঃ জেলখানার ভিতরে তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ হইয়া যায়। পরে তাঁহাকে জেলখানার বাহিরে হাসপাতালে ভর্তি করিয়া রাখা হইয়া ছিল। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁহার পায়ে জিঞ্জির পরানো থাকিত। এই সময় মুজাহিদে মিল্লাতের বয়স ছিল বাহাত্তর বৎসর। যিনি সহজে চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে পারিতেন না। যিনি বিনা সাহায্যে সোজা হইবার ক্ষমতা রাখিতেন না তিনি কি হাসপাতাল থেকে পলায়ন করিতেন? কিন্তু আইনের আওতায় আসিয়া যাইবার কারনে জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত এই অমানুষিক ব্যবহার করিয়া ছিল। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের অসুস্থতা চরম পর্যায় পৌঁছিয়া যায়। তাঁহার পক্ষ থেকে উলামায় আহলে সুন্নাত সাময়িক মুক্তির জন্য দরখাস্ত দাখিল করিলে তাহা মঞ্জুর হইয়া যায়। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি কেবল এক মাসের জন্য জেলের বাহিরে থাকিবার অনুমতি পাইয়া ছিলেন। হাজার হাজার মুসলমান মুজাহিদে মিল্লাতের পিছনে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করিবার কামনা করিয়া ছিলেন। পূর্ণ হইয়া ছিল তাহাদের মনের বাসনা। এই দুর্বলের দুর্বল কোন সওয়ারী না নিয়া কেবল ভক্তদের সাহায্য লইয়া অতি কষ্টে ধাম নগরের ঈদ্‌গাহে উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে নামাজ আদায় করিয়া দিয়া ছিলেন। খুৎবাহ পর্যন্ত নিজে পড়িতে পারেন নাই। নির্দিষ্ট সময় শেষ হইয়া যাইবার পর পূনরায় তাঁহাকে বালেশ্বর জেলখানায় যাইতে হইয়া ছিল। ইহার কয়েক মাস পর ১৯৭৭ সালে জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে মুজাহিদে মিল্লাত মুক্তি পাইয়া ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাহিদে মিল্লাতের আমল ও কওল

(ক) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত নিয়মিত 'সলাতুত তাসবীহ' আদায় করিতেন। বিশেষ করিয়া জুমার ফরজ নামাজের পূর্বে অবশ্যই আদায় করিতেন এবং নিজের মুরীদ ও ভক্তদিগকে এবং অন্য সুন্নী লোকজনকে এই নামাজ আদায় করিবার জন্য খুবই প্রেরনা প্রদান করিতেন। এই নামাজ সম্পর্কে তিনি সেই লম্বা হাদীসটি অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন যে হাদীস পাক আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনো মাজা ইত্যাদি হাদীসের কিতাব গুলিতে বর্নিত হইয়াছে। সূতরাং আমাদের সবার উচিত, এই নামাজ নিয়মিত আদায় করিতে থাকা।

(খ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত পাগড়ী বাঁধিয়া নামাজ পড়িতেন। তিনি তাঁহার মুরীদ ও ভক্তগনকে পাগড়ী বাঁধিয়া নামাজ পড়িবার প্রেরণা প্রদান করিতেন। বিশেষ করিয়া রমযান মাসে তিনি ধাম নগরের গরীব মুসলমানদের পাগড়ী প্রদান করিতেন, যাহাতে তাহারা পাগড়ী পরিয়া নামাজ আদায় করিতে পারে। তিনি পাগড়ী বাঁধিয়া নামাজ পড়িবার ফজিলতও বর্ননা করিতেন। তিনি বলিতেন — পাগড়ী বাঁধিয়া আদায় করা একটি নামাজ বিনা পাগড়ীতে আদায় করা পঁচিশটি নামাজের সমান। পাগড়ী বাঁধিয়া আদায় করা একটি জুমার নামাজ বিনা পাগড়ীতে আদায় করা সত্তরটি জুমার নামাজের সমান।

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিতেন — পাগড়ী লম্বায় কমপক্ষে সাত হাত হইবে এবং খুব বেশি করিতে হইলে বার হাত। মুহাক্কিক আলেমগন বলিয়াছেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পাগড়ী শরীফের লম্বাই সম্পর্কে কোন কথা প্রমান নাই। অবশ্য 'বিকাতুল মাফাতীহ' এর মধ্যে জাযরীর 'তাসহীহুল মাসাবীহ' থেকে নকল করা হইয়াছে যে, এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি ছোট পাগড়ী ছিল এবং একটি বড়। ছোট পাগড়ীটি লম্বায় ছিল সাত হাত এবং বড় পাগড়ীটি লম্বায় বার হাত।

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ইহাও বলিতেন যে, পাগড়ী এমন ভাবে বাঁধিতে হইবে যে, প্রথম পেঁচটি ডান দিকে যাইবে এবং শেষ পেঁচ থাকিবে বাঁম দিকে। কারন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রত্যেক জিনিষ ডান দিক থেকে আরম্ভ করিতেন।

হজরত সাইয়েদ আলাবী ইবনো আব্বাস হাসানী মাক্কী মালিকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বয়সের দিক দিয়া হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের থেকে কিছু ছোট ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন খাঁটি সাইয়েদ ও সুন্নী আলেমে দ্বীন ছিলেন। খুব অল্প বয়সে যূগের আল্লামা হইয়া গিয়াছিলেন। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ১৩৪১ হিজরীতে ফরজ হজ আদায় করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন — আমি মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌঁছিয়ায় আল্লামা আলাবীর মাধ্যমে আল্লাহর একটি ইনয়াম বা পুরস্কার পাইয়াছি। লোক পাগড়ী বাম দিক থেকে বাঁধিয়া থাকে। ইহাতে সুন্নাত আদায় হয়না। আমি সব সময় তাইয়ামুন বা ডান দিকের প্রতি লক্ষ রাখিয়া থাকি। সূতরাং ডান দিক থেকে পাগড়ী বাঁধা আরম্ভ করিয়া থাকি। ফলে শেষ পেঁচ বাম দিকে থাকিয়া যায়। আল্লামা আলাবী আমার পাগড়ী বাঁধা লক্ষ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই প্রকার পাগড়ী বাঁধিতেন।

(গ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিতেন — রমযান মাসের শেষ জুমার অথবা শবে ক্বদরে লোক 'কাজায় উমরী' বা 'সারা জীবনের কাজা' নাম দিয়া যে নামাজ জামায়াতের সহিত আদায় করিয়া থাকে এবং ধারনা করিয়া থাকে যে, এই নামাজে সারা জীবনের সমস্ত কাজা নামাজ আদায় হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বাতিল ও বিদয়াত কথা। এই এক নামাজে জীবনের সমস্ত কাজা নামাজ আদায় হইবেনা, বরং সমস্ত ফরজ ও বিতির পড়িতে হইবে। প্রত্যেক নামাজের নিয়্যাত করিতে হইবে যে, আমি নিয়্যাত করিয়াছি - আমার জীবনের প্রথম নামাজ ফজরের ফরজ যাহা আমার থেকে কাজা হইয়া গিয়াছে আদায় করিতেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঘ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত মুদার্রিসগনকে, মুরীদ ও তালিবুল ইল্ম দিগকে তা'লীম দেওয়ার সময় বলিতেন — মসজিদকে রাস্তা বানাইবেনা। অবশ্য যদি মসজিদে প্রবেশ করিয়া থাকো, তাহাহইলে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করিয়া নিবে। কমপক্ষে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবে।

১৯৭২ সালে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত রায় বেরেলীর জেল থেকে যামিন পাইয়া সেলুন যাইবার পথে কিছু আম কিনিয়া ছিলেন। তিনি সঙ্গীদের বলিয়া ছিলেন — আম আমার খুবই প্রিয় ফল। পুলিশ আমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া ছিল। সেলুনে গিয়া প্রথমে আম খাইব। সূতরাং সবাই বাসে চাপিয়া জুমার বহু পূর্বে সেলুন পৌঁছিয়া যান। সুন্নীদের যে মসজিদে জুমার নামাজ হইত তাহা সেলুন বাজার হইতে কিছু দুরে ছিল। কাছাকাছি একটি মসজিদ ছিল। এই মসজিদে সবাই চলিয়া যান। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত মসজিদে ঢুকিয়া বলিলেন — ই'তেকাফের নিয়্যাত করিয়া নাও। সবাই ই'তেকাফের নিয়্যাত করিয়া নিলেন। পরে জানা গেল যে, মসজিদটিতে ওহাবী ইমাম নামাজ পড়াইয়া থাকে এবং মসজিদটি ওহাবীদের দখলে। হুজুর বলিলেন — আমরা এখানে আম খাইব এবং সুন্নীদের মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করিব। তাহাই করা হইয়া ছিল।

(ঙ) — সাধারনতঃ মুসলমানেরা আব্দুর রহমান নামের মানুষকে 'রহমান' ভাই ও আব্দুর রাজ্জাক নামের মানুষাকে রাজ্জাক মিঁয়া ইত্যাদি বলিয়া ডাকিয়া থাকে। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের সামনে কেহ এই প্রকার ডাকিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন। সম্পূর্ণ নাম আব্দুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি বলিয়া ডাকিবার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি বলিতেন — কোন মানুষ তো কোন 'আব্দুল্লাহ' নামের লোককে 'আল্লাহ ভাই' অথবা 'আল্লাহ মিঁয়া' বলিয়া ডাকেনা।

(চ) — যখন হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত কোন জায়গায় যাইবার জন্য কোন মানুষকে রিক্শা আনিবার জন্য পাঠাইতেন এবং সেই ব্যক্তি রিক্শার ভাড়া ঠিক না করিয়া কেবল রিক্শা ওয়ালাকে বলিয়া দিয়া থাকে যে, অমুক জায়গায় যাইতে হইবে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তিনি বলিতেন — এই ভাড়া অবৈধ।

(ছ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — 'তাহাজ্জুদ' এর নামাজ খুব বেশি পড়িলে বারো রাকয়াত। ইহা দুই প্রকারে পড়া যাইতে পারে —
(ক) প্রথম রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পরে একবার সূরাহ ইখলাস। দ্বিতীয় রাকয়াতে দুইবার এবং বারো রাকয়াতের শেষ রাকয়াতে সূরাহ ইখলাস বারো বার পাঠ করিবে।
(খ) প্রথম রাকয়াতে সূরাহ ইখলাস বারো বার। দ্বিতীয় রাকয়াতে এগারো বার এবং শেষ রাকয়াতে একবার।

(জ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিতেন — নামাজ জোয়ানের মত পড়া উচিত। এই কথা বলিবার মধ্যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল — নামাজ 'তা'দীলে আরকান' এর সহিত আদায় করিতে হইবে এবং অজুতে তড়ি ঘড়ি করিবেনা। রুকু, সিজদা ইত্যাদি যথাযথ ভাবে আদায় করাকে 'তা'দীলে আরকান' বলা হইয়া থাকে।

(ঝ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাতের প্রতি আমল করিয়া লুঙ্গী - তহবন্দ পরিধান করিতেন। পায়জামা পরিধান করিতেন না। যদিও পায়জামা পরিধান করা জায়েজ। তিনি এই প্রকার আমল করিয়া আসিতে ছিলেন। এলাহাবাদ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহ মোহাম্মাদ সুলাইমান একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। একদিন তাহার নিকটে কিছু মানুষের যাইবার প্রয়োজন হইয়া ছিল। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। সবাই তাঁহাকে বলিলেন — আপনি শাহ মোহাম্মাদ সুলাইমানের কাছে যাইবেন এবং লুঙ্গী পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। আপনি পায়জামা পরিধান করিয়া নিন। ইহা শ্রবন করিয়া হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — আমি লুঙ্গী পরিধান করিয়া থাকি। পায়জামা পরিধান করিয়া থাকিনা। যদি আমি শাহ মোহাম্মাদ সুলাইমানের কাছে যাইবার জন্য পায়জামা পরিধান করিয়া থাকি, তাহাহইলে লুঙ্গী পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলে আমার নামাজ মাকরুহ হইয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঞ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — দুয়ার পরে দরুদ শরীফ পাঠ করা জরুরী। জামে সাগীরের মধ্যে আবুশ্ শায়েখ হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে একটি হাদীস বর্ননা করিয়াছেন — " আদ্দুয়াউ মাহযুবুনা আনিল্লাহি হাত্তা ইউসাল্লীয়া আলা মুহাম্মাদিউ অ আলে বায়তেহী" অর্থাৎ যতক্ষন পর্যন্ত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও তাঁর আলে বায়েত এর উপর দরুদ না পড়া হইয়া থাকে ততক্ষন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দুয়ার কবুলীয়াত বন্ধ হইয়া থাকে।

(ট) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত তাঁহার মুরীদ ও ভক্তদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর জিকির করিবার নিয়ম বলিয়া দিতেন যে, একই শ্বাসে যতবার সম্ভব পাঠ করিবে। ধীরে ধীরে বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু যখন শ্বাস শেষ হইয়া যাইবে তখন 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' অবশ্যই পাঠ করিবে। অন্যথায় কোন উপকার পাইবেনা। বোখারী ও মোসলেম এর মধ্যে হজরত আবুজার রাদী আল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্নিত হইয়াছে। "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি বলিবে - 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তারপর এই বিশ্বাসের উপর সে ইন্তেকাল করিবে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাইবার হক্দার হইয়া যাইবে।" এই হাদীসের ব্যাখায় আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহমা তুল্লাহি আলাইহি 'মিরকাত' এর মধ্যে বলিয়াছেন — এ স্থলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বর্ননা করেন নাই। কারন, ইহা ছাড়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উপর বিশ্বাস কোন কাজে আসিবে।

(ঠ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — আমি প্রথমে কিছু মানুষকে আমার মুরীদ করিয়া ছিলাম। পরে আমার উপলব্ধি হইল যে, আমি কি পীর! পীর তো হইতেছেন গওসে আ'জম দস্তগীর হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই সময় থেকে আমি আমার মুরীদ করা ত্যাগ করিয়া দিয়াছি। এখন আমি কাহার মুরীদ করিলে আমার মাধ্যমে গওসে পাকের মুরীদ করিয়া দিয়া থাকি। এই জন্য তিনি কোন সময় বলিতেন না যে, আমার মুরীদগন, বরং তিনি বলিতেন 'বেরাদারানে তরীকাত' আমার তরীকাতের ভাইগন।

(ড) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — বহু যুগ পূর্বে একজন নেক মানুষ হজ করিবার জন্য আরব শরীফে পৌঁছিয়াছে। মদীনা শরীফে দই খাইবার পর তাহার জবান থেকে এই কথা বাহির হইয়া গিয়াছে — মদীনা শরীফের দই ভাল নয়। রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত যিয়ারত হইয়া যায়। হুজুর পাক তাহাকে বলিয়াছেন — আমার শহরের দই এই রকম হইয়া থাকে। তোমার যখন ভাল দই এর প্রয়োজন ছিল তখন আমার শহরে আসিয়াছো কেন? লোকটি খুব কাঁদিয়াছে এবং নিজের এই কথা থেকে তওবা করিয়াছে।

(ঢ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিতেন — যে ফরজ নামাজের পরে সুন্নাত নামাজ রহিয়াছে সেই ফরজ নামাজের পর সংক্ষিপ্ত দুয়া করা উচিত। তিনি আরো বলিয়াছেন — তাজ মহলে একজন সুন্নীর কবরের সাথে জনৈকা রাফেজীয়ার কবর রহিয়াছে। এইজন্য তাজ মহলের ছবি মুসলমানদের ঘরে রাখা উচিত নয়।

(ণ) — হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি সালাম পাঠ করিবার ফজিলত বর্ননা করিবার সময় বলিয়াছেন — যদি হুজুর পাক একবার জবাব দিয়া থাকেন — অ আলাইকাস সালাম, তাহাহইলে বেড়া পার হইয়া যাইবে।

'কওল' শব্দের অর্থ কথা এবং 'আমল' শব্দের অর্থ হইল কাজ। সূতরাং হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের কওল ও আমল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু আলোচনা করিয়া দেওয়া হইল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাহিদে মিল্লাতের মেজাজ

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত এমন এক মেজাজের মানুষ ছিলেন যে, কোন মানুষ তাঁহার যতই নিকটের হ ক না কেন! যদি তাহার মধ্যে সরিষার সমান শরীয়ত বিরোধী কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা আদৌ বর্দাশত করিতেন না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করিতেন। প্রয়োজন হইলে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিতেন। তিনি কাহার সহিত এমনই সম্পর্ক কায়েম করিতেন না যে, চিরদিন এই সম্পর্ক কায়েম থাকিবে। চাই সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে ও যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া দিবে। ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইল মাওলানা আবুল ওফা ফাসিহী সাহেব। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ১৩৬৯ হিজরী থেকে ১৪০১ হিজরী ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত 'অল ইন্ডিয়া তাবলীগে সীরাত' এর সদর ছিলেন। এক সময় (১৯৫৬ সালে) আবুল ওফা ফাসিহী সাহেব এই জামায়াতের জেনারেল সেক্রেটারী হইয়া ছিলেন। এই প্রকারে দুইজনের মধ্যে খুবই কাছা কাছির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, আবুল ওফা ফাসিহী সাহেবের দাদা মাওলানা মোহাম্মাদ ফাসিহী সাহেব সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবীর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন তখন তিনি তাহার সহিত সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়া ছিলেন। কোন প্রকার খাতির না করিয়া দুধ থেকে যেমন মাছিকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে তেমনই করিয়া দিয়া ছিলেন আবুল ওফা সাহেবকে। সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবীর গোমরাহী সর্ম্পকে জানিতে হইলে আমার লেখা 'সেই মহা নায়ক কে?' পাঠ করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুনাজিরে আ'জম মুজাহিদে মিল্লাত

আল্লামা আরশাদুল ক্বাদেরী, আল্লামা মুশতাক আহমাদ নেজামী আলাইহিমার রহমাহ প্রমূখ ভারত বিখ্যাত মহান মুনাজিরগন মুনাজারার ময়দান দেখিয়া ছিলেন হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের ক্বদমের অসীলায়। সুবহানাল্লাহ! এইবার অনুমান করুন, হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত কোন মুনাজিরের মুনাজির ছিলেন! ভারত থেকে আরব পর্যন্ত মুনাজিরে আ'জম মুজাহিদে মিল্লাতের মুনাজারাহ মশহুর হইয়া রহিয়াছে।

বেনারসের সুবিখ্যাত ওহাবী গায়ের মুকাল্লিদ মুনাজির যাহাকে বেনারসের তলোয়ার বলা হইত। সেই মৌলবী আবুল কাসেম বানারসী একবার মুনাজারার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়া ছিল। এই সময় হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত এলাহাবাদের বিখ্যাত মাদ্রাসা সুবহানীয়ায় শায়খুল হাদীস ছিলেন। মুনাজারার চ্যালেঞ্জের খবর শুনিয়া বেনারস চলিয়া যান। সেখানে তিনি ধারাবাহিক বার দিন ধরিয়া ওহাবী মৌলবী আবুল কাসেমকে মুনাজারার জন্য আহবান করিয়া ছিলেন। যখন কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় নাই তখন তিনি শেষ বারের মত ঘোষনা করিয়া ছিলেন — যদি মৌলবী আবুল কাসেম কেবল মুনাজারার ময়দানে আসিয়া যায়, তাহাহইলে আমি তাহাকে নগদ পাঁচ শত টাকা দিব। ইহার পরেও বানারসী সাহেব সাড়া দিয়া ছিলনা।

মহল্লা সদানন্দ বাজারে হাজী আব্দুল গফুর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। যিনি বেনারসে মাদ্রাসা ফারুকীয়া কায়েম করিয়া ছিলেন। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত হাজী সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবী আবুল কাসেম মহল্লা দারা নগরে থাকে এবং সুন্নীদের সম্পর্কে খুব নোংরামী করিয়া বেড়ায়। সব কিছু শুনিরার পর হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত তাহার পিছনে পড়িয়া গেলেন যে, কোন প্রকারে তাহাকে একবার ধরিবেন। শেষ পর্যন্ত তাহাকে একদিন ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনি আহলে হাদীস?

মৌলবী আবুল কাসেম — হ্যাঁ।

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনার কাছে হাদীসের যে সমস্ত কিতাব রহিয়াছে তন্মধ্যে যে কোন একটি কিতাবের যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে পাঠ করুন। আমি আপনার পড়া হাদীস সম্পর্কে যে প্রশ্ন করিব আপনি তাহার উত্তর দিবেন। আমি আপনাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব। এই কথা শুনিয়া মৌলবী আবুল কাসেম এক অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়ে। কিন্তু হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত তাহার পিছনে পড়িয়া থাকেন। একদিন মৌলবী সাহেব তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে ছিল। ঠিক এই সময়ে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত পৌঁছিয়া যান। মৌলবী সাহেব ভাল রকম বুঝিতে পারিয়াছে যে, মুজাহিদে মিল্লাত তাহার সহিত কথা বলিতে আসিয়াছেন। এই সময়ে বাড়ীর ভিতর থেকে একটি বাচ্ছা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল — বাড়ীতে নাই। মুজাহিদে মিল্লাত বলিলেন — আরে! এখনই আমার সামনে বাড়ীতে ঢুকিয়াছে। যাও, ডাকিয়া আনো। বাচ্ছাটি আবার বাড়ীর ভিতর থেকে আসিয়া বলিল — শরীর ঠিক নাই। পেট খারাপ হইয়াছে। পায়খানায় বসিয়াছে। ইহা শুনিয়া হজরত মৃদু হাসিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাজী সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া দিলেন। ইহা ছিল মুজাহিদে মিল্লাতের মুনাজারানা জীবন। যাঁহার নাম শুনিলে বদ্ আক্বীদাহ মানুষদের পেট খারাপ হইয়া যাইত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাহিদে মিল্লাত ও মৌলানা ইউসুফ

মাওলানা ইউসুফ সাহেব হইতেছেন তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সুযোগ্য সাহেবজাদা। তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা ইলিয়াস সাহেবকে হজরতজী ও ইউসুফ সাহেবকে দ্বিতীয় হজরতজী বলিয়া স্মরন করিয়া থাকেন। তাবলিগী জামায়াতের এই দ্বিতীয় হজরতজী ইউসুফ সাহেবের সহিত হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের মুকালামা বা কথোপকথন।

১৯৫৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতার যাকারিয়া স্ট্রীটের জামে মসজিদে মাগরিবের নামাজের পর মাওলানা ইউসুফ সাহেব তাবলিগ জামাতের উপর আলোকপাত করতঃ বক্তৃতা সমাপ্ত করিলে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত তাহার সহিত কয়েকটি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সময় চাহিয়া থাকেন। উত্তরে ইউসুফ সাহেব হজরতকে তিন দিনের জন্য দিল্লীতে আসিয়া আলোচনা করিবার জন্য দাওয়াত দিয়া থাকেন। মুজাহিদে মিল্লাত তাঁহার আদৌ সময় বাহির করা সম্ভব নয় বলিয়া তিনি বলিলেন — এখনই কিছুক্ষনের জন্য আমাদের মধ্যে কথা হইয়া যাওয়া ভাল।

মৌলবী ইউসুফ সাহেব — আমার সাড়ে আট্টার ট্রেন ধরিতে হইবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — মাত্র দশ মিনিট সময় দিন।

ইউসুফ সাহেব — আরে সাহেব, সাতটা বাজিলে বাহির হইতে হইবে।

মুজাহিদে মিল্লাত — মাত্র তিন মিনিট সময় দিন।

ইউসুফ সাহেব — আচ্ছা, বলুন!

মুজাহিদে মিল্লাত — আপনার পিতা মৌলবী ইলিয়াস সাহেব মৌলবী ইয়া হইয়া সাহেবের ভাই ছিলেন যাহার নাম ফাতায়ায় রশীদীয়ার মধ্যে বার বার আসিয়াছে।

ইউসুফ সাহেব — জী হ্যাঁ।

মুজাহিদে মিল্লাত — মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেবের শাগরিদও ছিলেন।

ইউসুফ সাহেব — জী হ্যাঁ।

মুজাহিদে মিল্লাত — মৌলবী রশীদ আহমাদের মুরীদও ছিলেন।

ইউসুফ সাহেব — জী হ্যাঁ।

মুজাহিদে মিল্লাত — তাহাহইলে আপনার তো সেই মাসলাক হইবে যাহা মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর ছিল।

ইউসুফ সাহেব — নিশ্চয় মুরীদ তাহার পীরের অনুসরন কারী হইয়া থাকে। কিন্তু আরো একটি কথা মনে রাখিবেন! মাসলাক আলাদা জিনিষ এবং মাসলাকের দিকে দাওয়াত দেওয়া আলাদা জিনিষ। আমার পিতার মাসলাক (রাস্তা) তাহাই ছিল যাহা মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর ছিল। কিন্তু তিনি উহার দিকে দাওয়াত দিতেন না এবং আমিও আজ পর্যন্ত এই তরীকা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি। এখন ইসলামের মোটা মোটা কথাগুলি বলিয়া যাইতেছি।

জরুরী বিজ্ঞাপন

ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ফিরকার লোকের পিছনে নামাজ পড়া হারাম। সুতরাং ইমাম যাঁচাই করিয়া তাহার পিছনে ইক্তেদা করা জরুরী। যদি সুন্নী ইমামের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাহইলে যোগাযোগ করিবেন — ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এখন সময় আসিয়া গিয়াছে। অবিলম্বে সংগ্রহ করুন আমার লেখা 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'। ইহাতে পাইবেন মাওলানা ইউসুফ সাহেবের মককরী ও তাহার পিতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের জালিয়াতী। মুজাহিদে মিল্লাতের কাছে ইউসুফ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার পিতা ইলিয়াস সাহেব রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেবের শিষ্য ও মুরীদ ছিলেন এবং মুরীদ হইবার কারনে তাহার পিতার সেই মাসলাক বা মত ও পথ ছিল যাহা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর ছিল। কিন্তু তিনি পীরের মাসলাককে মানুষের কাছে প্রয়োগ করিতেন না। কেবল ইহাই নয়, ইউসুফ সাহেবও পিতার পদাংক অনুসরন করতঃ গাঙ্গুহী সাহেবের মত ও পথকে মানুষের কাছে প্রয়োগ করিয়া থাকেন না। কেবল তাহারা ইসলামের মোটা মোটা কথা শুনাইয়া থাকেন। এখন প্রশ্ন হইল — কেন? পিতা পুত্র পীরের মাসলাককে মনে প্রানে মানিয়া নেওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পিছাইয়া রহিলেন কেন? ইহা থেকে প্রমান হইতেছে যে, নিশ্চয় গাঙ্গুহী সাহেবের মাসলাক — মত ও পথ বিশুদ্ধ ছিলনা। যদি ইউসুফ সাহেব সময়ের অভাব না দেখাইয়া কেবল একটি ঘন্টা হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের কাছে দাঁড়াইতেন, তাহাহইলে অবশ্য অবশ্যই গাঙ্গুহী সাহেবের মাসলাক দিবালোকের ন্যায় লোক সমাজে প্রকাশ হইয়া যাইত। ইউসুফ সাহেব বলিয়াছেন — এখন ইসলামের মোটা মোটা কথা শোনানো হইতেছে। ইহা থেকে ইংগিত পাওয়া যাইতেছে যে, তাবলীগ জামায়াতের জালে মানুষ যখন ব্যাপকভাবে পড়িয়া যাইবে তখন গাঙ্গুহী সাহেবের মাসলাক তুলিয়া ধরা হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাহিদে মিল্লাতের কাশ্‌ফ

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত এক উচ্চ পর্য্যায়ের আরিফ বিল্লাহ ও কাশ্‌ফ সম্পন্ন ওলী উল্লাহ ছিলেন। এবিষয়ে হিন্দুস্তানের স্বনামধন্য মুনাজির খতীবে মাশরিক আল্লামা মুশতাক আহমাদ নিজামী রহমা তুল্লাহি আলাইহির একটি কলম উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছি।

আল্লামা নিজামী বহু দিন একটি প্রশ্নে চিন্তিত হইয়া ছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া ছিলেন যে, হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের কাছ থেকে প্রশ্নটি পরিস্কার করিয়া নিবেন। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের কাশ্‌ফ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, জিজ্ঞাসা করিবার অবস্থা আসে নাই। তিনি নিজেই জবাব দিয়া দিয়াছেন। ১৯৬০ সালের মে মাসে আল্লামা সাহেব তাহার মাসিক পত্রিকা 'পাসবান' এর মধ্যে মুজাহিদে মিল্লাতের কাশ্‌ফ সম্পর্কে লিখিয়াছেন — আমি বৎসরের পর বৎসর চিন্তিত ছিলাম - যাহাকে দেখা যায় তাহার মধ্যে মানুষ হইবার দিক দিয়া কিছু না কিছু দুর্বলতা অবশ্যই দেখা যায়। ইহা এমন একটি প্রশ্ন ছিল যাহা অন্তরে কাঁটা হইয়া গাঁথিত। কিন্তু আমার কাছে ইহার উত্তর ছিলনা। মন চাহিত যে, মুজাহিদে মিল্লাতের উত্তরের পূর্বে নিজের এই প্রশ্নের স্বাভাবিক ভাবে উত্তর তৈরি করিয়া নিব।
যথা — আপনার নজরে এমন বহু মানুষ এমনই রহিয়াছে যে, তাহাদের ইবাদত উপাসনাতে ও তাকওয়া পরহিজগারীতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আপনি কোন মজলিসে দেখিতে তাহাকে পাইবেন যে, তিনি নিজের প্রসংশায় ও গুনাগুন বর্ননায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। নিজের প্রসংশা নিজেই জোর গলায় করিতেছেন। অনুরূপ দ্বিতীয় কোন আবিদের বৈঠক খানায় উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে যে, অন্যের নিন্দায় আনন্দ পাইতেছেন। তৃত্বীয়-কোন যাহিদের দরবারে উপস্থিত হইলে হিংসা বিদ্বেষ মূলক কথা চলিতেছে। এই প্রকার সব জায়গায় কিছু না কিছু এমন জিনিষ নজরে আসিয়া থাকে যাহাতে ইহাদের ইবাদত উপাসনা ও তাকওয়া পরহিজগারীর কথা ভূলিয়া যাইতে হয়। মনের মাঝে ইহাদের

প্রতি অন্য ধারনা চলিয়া আসিয়া যায়। মনে মনে চাহিতাম যে, মুজাহিদে মিল্লাতের নিকট থেকে এই প্রশ্নের জবাব নিয়া নিব। হঠাৎ আমি সুলতান পুরের দিক থেকে আসিয়া দেখিলাম যে, হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত 'পাসবান' অফিসে রহিয়াছেন। আমি আমার অভ্যাস মত তাঁহার পদগুলি মালিশ করিতে আরম্ভ করিলাম। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কত রকমের কথা হইতে ছিল। ইতি মধ্যে হুজুর নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, বুজর্গদিগের সঙ্গলাভ করা অপেক্ষা তাঁহাদের জীবনী পাঠ করায় বেশি উপকার হইয়া থাকে। এই কথা শোনা মাত্রই আমার কান খাড়া হইয়া গিয়াছে। আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলাম। কিন্তু তিনি এই পর্যন্ত বলিয়া চুপ হইয়া গিয়াছেন। বাধ্য হইয়া আমি আবেদন করিলাম — হুজুর! এ কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, বুজর্গদের জীবনী পাঠ করা তাঁহাদের সঙ্গলাভ করা অপেক্ষা বেশি উপকারী। তখন হজরত মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন— কথা হইল ইহাই যে, বুজর্গদের জীবনীতে সাধারনতঃ তাঁহাদের কাশ্‌ফ ও কারামাত সম্পর্কে বিবরন দেওয়া থাকে। এই গুলি পাঠ করিলে তাহাদের দিকে দিল্ ঝুঁকিয়া যায়। কিন্তু বুজর্গদের খিদমাতে উপস্থিত ব্যক্তি তাহাদের ইবাদত উপাসনা দেখিবার সাথে সাথে তাহাদের অনিচ্ছাকৃত কিছু ভূল ভ্রান্তি অথবা মানুষের স্বভাবগত ভাবে কিছু দুর্বলতা দেখিয়া থাকে যাহা থেকে অন্তরে কিছু ঘৃনা জন্মিয়া যায়। ইহা শুনিয়া আমি এমনই অনুভব করিলাম যে, ভিতরের ময়লা বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথবা অমার দিল্ ও দিমাগের উপর যেন কোন বোঝা ছিল, কেহ তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত আব্বাসের জবাব

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বংশের দিক দিয়া হাশিমী আব্বাসী ছিলেন। তিনি বর্ননা করিয়াছেন — আমি একবার হজ করিতে গিয়া মদীনা মুনাওয়ারাতে ছিলাম। জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারত করিবার সময় হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর বারগাহে সালাম জানাইবার সময় বলিলাম — 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া জাদ্দী! (আমার দাদাজান ! আপনার প্রতি সালাম) এই সময় আমার অনুভব হইয়াছে যে, হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু — 'অ আলাই কুমুস সালাম ইয়া অলাদী'(আমার পুত্র! তোমার প্রতি সালাম) বলিয়া আমাকে ইংগিত করিতেছেন যে, আমি 'ইয়া অলাদী' (আমার পুত্র!) বলিয়া তোমাকে আমার কাছে করিতেছি কিন্তু তুমি —'ইয়া জাদ্দী!' (আমার দাদা) বলিয়া আমাকে দুরবর্তী করিতেছো। ইহার পর থেকে যখনই আমি তাঁহাকে সালাম জানাইয়া থাকি তখন বলিয়া থাকি —'আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আবী'— (আমার পিতা! আপনার প্রতি সালাম)।

জরুরী বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতি শতকে পঁচানব্বই জন মানুষ হজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে জানে না। যথা সম্ভব বাংলা ভাষায় মুজাহিদে মিল্লাতের জীবনের উপর আমার এই লেখাটি প্রথম। অতএব কোন হাবিবী ভাই কি আছেন যিনি আমার লেখাটি ছাপাইয়া বিনা পয়সায় বিতরন করিবেন অথবা ব্যাপক প্রচারের জন্য স্বল্প মূল্যে মানুষের হাতে তুলিয়া দিবেন! এক ভায়ের পক্ষে সম্ভব না হইলে অনেক ভাই মিলিয়া করুন। যাকাতের পয়সায় ছাপাইয়া বিতরন করিলেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

মুজাহিদে মিল্লাতের হালাত ও সিফাত

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের হালাত — অবস্থা ও সিফাত — গুনাগুন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

(১) — তিনি এক উচ্চ খান্দানের সুবিখ্যাত ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। কারন, তিনি ছিলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর বংশধর। ইহার সাথে সাথে তিনি স্বভাবগত ভাবে শরীফ ও ভদ্র মানুষ ছিলেন।

(২) — অতীব সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট।

(৩) — শৈশবে অতি আদরে লালন পালন।

(৪) — সম্পদশালী।

(৫) -- বাড়ীর ব্যবস্থাপনা অতি উচ্চাংগের।

(৬) — সম্পদ সঞ্চয় করিবার সুযোগ না পাওয়া। কিন্তু কোন সময় কম অনুভব না করা। যতদিন পর্যন্ত জমিদারী ছিল ততদিন দৌলাতে কমি ছিলনা। জমিদারী খতম হইবার পরেও আর্থিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া ছিলেন না। কিন্তু কোন সময় সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন না। বরং সারা জীবন দ্বীনের জন্য দৌলাত লুট করিয়া দিয়া ছিলেন।

(৭) — মাযহাবী হওয়া।

(৮) — আবিদ হওয়া।

(৯) — মিষ্টি জিনিষ পছন্দ করা। বিশেষ করিয়া আম খুব পছন্দ করা।

(১০) — হাস্য বদন ও মিষ্টি কথা এবং কথার মধ্যে আকর্ষন।

(১১) — মেহনতী হওয়া। সাধারনতঃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাত্ররা কম মেহনত করিয়া থাকে। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিতেন — আমার অনুভব হইয়া ছিল যে, আমার স্মৃতি শক্তি কিছু দর্বল হইয়াছে। এই জন্য আজমীর শরীফে মাদ্রাসা মুঈনীয়াতে মৌলবী নেজামুদ্দীনের মত ছাত্র দিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিলাম যাহাতে আমার বেশি পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং স্মৃতি শক্তি বাড়িয়া যায়।

(১২) — বহু প্রকার বিদ্যা শিক্ষালাভ করা।

(১৩) — সুন্দর কথার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া।

(১৪) — নিজের খান্দান, সমাজ ও দেশের মধ্যে সব চাইতে বড় আলেম হওয়া।

(১৫) — চরিত্রবান হওয়া।

(১৬) — বন্ধুত্ব বাকী রাখা। মুজাহিদে মিল্লাত যাহাকে যখন বন্ধু বলিয়া মানিয়া নিতেন তখন তাহাকে বিনা কারনে দুরে সরাইয়া ছিলেন না।

(১৭) — বুজর্গ ও উস্তাদগনের অনুসরন করা।

(১৮) — পবিত্র থাকা, সত্য কথা বলা ও কম কথা বলা।

(১৯) — সম্মান নিয়া চলা, বুজর্গ ও উস্তাদগনের প্রিয় হইয়া থাকা। সঠিক অর্থে তিনি একজন সম্মানী ব্যক্তি ইহাতে কাহার সন্দেহ নাই।

(২০) — জ্ঞান বুদ্ধি ও দুরদর্শিতার সহিত কাজ করা। অপরের উদ্দেশ্য বুঝিয়া নেওয়া।

(২১) — সাহসিকতার সহিত থাকা।

(২২) — বীর পুরুষের মত কাজ করা। তিনি অবশ্যই আল্লাহর একজন সাহসী বান্দা ছিলেন।

(২৩) — তের থেকে ষোল বৎসবের মধ্যে অথবা উনিশ থেকে ছাব্বিস বৎসরের মধ্যে বিবাহ করা। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত উনিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া ছিলেন।

(২৪) — স্বামী স্ত্রীর জীবন অতি উত্তম ভাবে কাটানো। মুজাহিদে মিল্লাত তাঁহার আপন চাচাতো বোনের সহিত বিবাহ করিয়া ছিলেন। হুজুরের সাংসারী জীবন ছিল অতি শান্তিময়।

(২৫) — ব্যাপক দান খয়রাত করা।

(২৬) — অতি সাধারনভাবে জীবন যাপন করা। জমীদার ও সম্পদশালী হওয়া সত্বেও মুজাহিদে মিল্লাত সাদা সিদা জীবন যাপনের জন্য

বিখ্যাত ছিল।

(২৭) — জীবনের সর্বস্তরে কষ্ট বর্দাশত করা।

(২৮) — জীবনে বার বার বিপদের সম্মুখিন হওয়া।

(২৯) — চিন্তিত থাকা। মুজাহিদে মিল্লাত কোন সময় চিন্তা ছাড়া থাকিতেন না।

(৩০) — দৈহিক দিক দিয়া কষ্টে পড়িয়া যাওয়া। মুজাহিদে মিল্লাত জেল খানার ভিতরে চরমভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া ছিলেন।

(৩১) — সফরের অবস্থায় বড় ধরনের বিপদের সম্মুখিন হওয়া। তিনি একবার সফরের অবস্থায় সাম্প্রদায়িক আক্রমনে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

(৩২) — অসুস্থ থাকা। মুজাহিদে মিল্লাত বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু মিষ্টি জিনিষ থেকে বিরত থাকিতেন না।

(৩৩) — শীঘ্র কাজ সম্পুর্ন করিবার অভিজ্ঞতা থাকা।

(৩৪) — পথ প্রদর্শক হওয়া। তিনি একজন উচ্চমানের পথ প্রদর্শক ছিলেন।

(৩৫) — কিতাব লেখা। তাঁহার মধ্যে কিতাব লিখিবার উপযুক্ত প্রতিভা ছিল। কিন্তু সময়ের অভাব ছিল। তবুও কয়েকখানা কিতাব লিখিয়াছেন।

(৩৬) — বক্তৃতা দেওয়া। সুবহানাল্লাহ! তিনি ছিলেন একজন ভারত বিখ্যাত বক্তা।

(৩৭) — মুনাজারায় পন্ডিত থাকা। মুজাহিদে মিল্লাতকে এক কথায় সুলতানুল মুনাজিরীন বলা হয়।

(৩৮) — কাশ্‌ফ সম্পন্ন হওয়া।

(৩৯) — সুন্নীয়াতের বিন্দুমাত্র খেলাফ দেখিলে বন্ধুকে বর্জন করিয়া দেওয়া।

(৪০) — যালেমের সামনে দৃঢ়তার সহিত ন্যায় কথা বলা। মুজাহিদে মিল্লাত সৌদীর বড় কাজীর সামনে কতলের ভয় না করিয়া তাহাকে গোমরাহ প্রমান করিয়া দিয়া ছিলেন।

মুজাহিদে মিল্লাতের মাসলাক

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত নসব বা বংশের দিক দিয়া ছিলেন আব্বাসী, মাযহাবের দিক দিয়া ছিলেন হানাফী, তরীকাতের দিক দিয়া ছিলেন ক্বাদেরী ও মাসলাকের দিক দিয়া ছিলেন রেজবী।

'সুন্নী' বলা হইয়া থাকে সেই সমস্ত মুসলমানকে যাহারা পুরাতন তরীকা ও পুরাতন আক্বীদার উপর চলিয়া থাকে। 'সুন্নীগার' বলা হইয়া থাকে সেই সমস্ত মুসলমানকে যাহারা পুরাতন তরীকা ও পুরাতন আক্বীদার উপর চলিয়া আরব ও অনারবে ইসলামের ঝান্ডা উঁচু করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন এবং সারা দুনিয়াতে ইসলামের ফায়েজ পৌঁছাইয়াছেন। যেমন সুলতান মাহমুদ গজনবী, সাইয়েদ সালার মাসউদ গাজী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী ও এই সমস্ত হজরতদের সিলসিলার আউলিয়ায় কিরাম এবং অন্যান্য সিলসিলা— ক্বাদেরীয়া, নকশা বন্দীয়া ও সহরওয়ারদীয়া ইত্যাদির আউলিয়ায় কিরামগন এবং আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী, মাওলানা ফজলে রসুল বাদায়ুনী ও আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহিম। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত কেবল সুন্নী ছিলেন না, বরং তিনি সুন্নীগার ছিলেন।

'মাসলাক' শব্দের অর্থ তরীকা বা রাস্তা। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর মাসলাক ছিল কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে সালফে সালেহীনদের — আইম্মায়ে মুজতাহিদ্বীন ও মাশায়েখে ইজাম — তরীকাতের পীরানে পীরগনের মত ও পথকে পরিস্কার করিয়া দেওয়া। সেই সঙ্গে বাতিলের চেহারাকে দুনিয়ার সামনে খুলিয়া দেওয়া। আ'লা হজরত আজিমুল বর্কাত ইমামে আহলে সুন্নাত আশ্‌শাহ আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার কম বেশি এক হাজার কিতাবে সালফে সালেহীনদিগের মত ও পথকে আয়না অপেক্ষা সাফ করিয়া দুনিয়াকে দেখাইয়া দিয়াছেন। আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর মাসলাকই ছিল হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের মাসলাক। মোট কথা, মুজাহিদে মিল্লাত সেই পুরাতন আক্বীদার, সেই পুরাতন দ্বীনের উপর, সেই পুরাতন মাযহাবের উপর ও সেই পুরাতন তরীকার উপর সারা জীবন চলিয়াছেন; যে পুরাতন আক্বীদার উপর, যে পুরাতন দ্বীনের উপর, যে পুরাতন মাযহাবের উপর ও যে পুরাতন তরীকার উপর আ'লা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আহমাদ রেজা খান ফাজেলে বেরেলবী চলিয়াছেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা

১৩৮০ হিজরীর ৮ই মুহার্রম আল্লামা হাশমত আলী লাখনুবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন। তাঁহার ইন্তেকালের কয়েক বৎসর পূর্বে সুলতানুল হিন্দ গরীব নাওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রহমা তুল্লাহি আলাইহির উরসের সময়ে আজমীর শরীফে উলামায় আহলে সুন্নাতের একটি বৈঠক হইয়া ছিল। এই বৈঠকে বহু বড় বড় সুন্নী আলেম উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করিয়া হুজুর মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা খান, আল্লামা হাসমত আলী লাখনুবী ও হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের বিষয় বস্তু ছিল — "সমস্ত সুন্নী সংগঠনগুলিকে এক করিয়া দেওয়া হইবে, না হইবে না।" যে সমস্ত উলামায় কিরাম সমস্ত সংগঠনগুলি এক করিয়া দেওয়ার পক্ষে ছিলেন তাহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য হুজুর মুফতীয়ে আ'জম হিন্দ ও আল্লামা লাখনুবী। কিন্তু হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত নিঃশর্ত ভাবে এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন — হুজুর মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ হইতেছেন আমার চাচা পীর। এইজন্য তাঁহার সহিত বিতর্কে যাওয়া পছন্দ করিতেছিনা। কিন্তু শের বিশায়ে আহলে সুন্নাত আল্লামা লাখনুবী সাহেব না আমার উস্তাদ, না আমার পীর, না আমার চাচা পীর। সূতরাং এই বিষয়ে তাহার সহিত বির্তকে যাইব। তাহাদের বির্তক চরমে পৌঁছিয়া দুই হজরতের মধ্যে বেশ গরমাগরমী হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিলেন — সমস্ত সুন্নী সংগঠনগুলি ভাঙিয়া একটি জামায়াত করিয়া দিন। ইহাতে আমার আপত্তি নাই। যে কোন জায়গায় ইহার মারকায করিয়া দিন। ইহাতে আমার আপত্তি নাই। এই জামায়াতের নাম যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া দিন। ইহাতে আমার আপত্তি নাই। এই জামায়াতের সদর বা সভাপতি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দিন। ইহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমার একটি শর্ত রহিয়াছে। যদি আপনারা তাহা মানিয়া নিতে প্রস্তুত না হইয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি আমার জামায়াতকে লইয়া আলাদা থাকিব। অতঃপর আল্লামা লাখনুবী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন

— আপনার শর্ত কী? হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিলেন — আপনারা সুন্নী সংগঠনগুলির মাধ্যমে দেওবন্দী ও গায়ের মুকাল্লিদ ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমার শর্ত ইহাই যে, সমস্ত সুন্নী সংগঠনগুলি ভাঙিয়া দিয়া যে একটি সংগঠন তৈরী করা হইবে সেই সংগঠনের মাধ্যমে ঐ সমস্ত বাতিল ফিরকাগুলির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার সাথে সাথে সরকারের বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে। বাস! এখানেই সভার আলোচনা নিস্তব্ধ হইয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, এই ঘটনায় আল্লামা লাখনুবী সাহেব হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়া ছিলেন। ইহার পরে গাজীপুর জেল থেকে মুজাহিদে মিল্লাতের মুক্তির পর বারাবাংকীর মুনাজারাতে আল্লামা লাখনুবীর সহিত মুজাহিদে মিল্লাতের সাক্ষাত হইয়া যায় এবং দুই হজরতের মধ্যে খুব মিলমিলাপ হইয়া যায় এবং একে অন্যের প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়া যান। কিন্তু এটাই ছিল তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে এই দুনিয়ার শেষ সাক্ষাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে সৌদীর ওহাবী রাজ সুন্নী দুনিয়ার দুশমন। ইহারা সমস্ত দুনিয়াকে ওহাবী বানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অখন্ড ভারতে সর্ব প্রথম ওহাবী মতবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাইল দেহলবী। সূতরাং ইহাদের ওহাবী চরিত্র জানিতে হইলে অবশ্যই পাঠ করিবেন আমার লেখা — 'সেই মহানায়ক কে?'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আল্লামা হাশমত আলী লাখনুবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি ছিলেন আহলে সুন্নাতের সিংহরাশী মুনাজির মানুষ। তিনি লাখনুর বিখ্যাত মাদ্রাসা ফুরকানীয়া থেকে হিফজ ও কিরাতের সনদ লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা নবাব আলী খান হজরত মাওলানা শাহ হিদাইয়াতুর রসুলের মুরীদ ছিলেন। লাখনুবী সাহেবের পিতা পীর মুর্শিদের নির্দেশে তাঁহাকে বেরেলী শরীফে 'মাঞ্জারে ইসলাম' মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়া দিয়া ছিলেন। এই সময় 'মাঞ্জারে ইসলাম' মাদ্রাসায় বাহারে শরীয়তের লেখক ফকীহুল হিন্দ আল্লামা আমজাদ আলী রহমা তুল্লাহি আলাইহি মুদার্রিস ছিলেন। ১৩৪০ হিজরীর শাবান মাসে দাস্তারবন্দীর জালসায় ভারতের বড় বড় আলেমদের সম্মুখে ইমাম আহমাদ রেজার বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতু ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খান রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া ইজাজাতের সনদ প্রদান করিয়া দিয়া ছিলেন। পরে তিনি যূগের অন্যতম মুনাজির হইয়া ছিলেন। নৈনীতালের মুনাজারায় মৌলবী ইয়াসীন খান সরাইকে চরম ভাবে পরাজিত করিয়া দিয়া ছিলেন। এই বিজয়ের পর বেরেলী শরীফে উপস্থিত হইলে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথায় পাগড়ী প্রদান করিয়া 'গায়যুল মুনাফিকীন' উপাধী দিয়া ছিলেন। তিনি সব সময়ে ওহাবী দেওবন্দীদের খন্ডনে বক্তৃতা দিতেন। বুজর্গদিগের আদবের দিকে খুব লক্ষ রাখিতেন। কোন প্রকার ভূল ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাহিয়া লইতেন। বেরেলী শরীফে পৌঁছিবার পূর্বে ফিরিঙ্গী মহলে সাদরুশ শারীয়াহ উস্তাজুল হিন্দ আল্লামা আমজাদ আলী রহমা তুল্লাহি আলাইহির হাতে মুরীদ হইয়া ছিলেন। ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁহার বহু মুরীদ রহিয়াছে। ১৩৮০ হিজরী ৮ই মুহার্রামুল হারামে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার মাযার শরীফ পেলিভেতে রহিয়াছে।

বাগদাদ সফরে মুজাহিদে মিল্লাত

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ১৯৫৪ সালে প্রথম বার বাগদাদ শরীফ গিয়াছিলেন। সেখানে সরকারে বাগদাদ শাহানশাহে তরীকাত শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহির ও আরো আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযার শরীফ যিয়ারত করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় বারে ১৪০০ হিজরী অনুযায়ী ১৯৮০ সালে বাগদাদ সফর করিয়া ছিলেন। তিনি সেখানকার মাটি দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করা অপছন্দ মনে করিতেন। এই জন্য তাঁহার সঙ্গী খাদেমগন ভারত থেকে ইস্তিঞ্জার কুলুখ লইয়া গিয়া ছিলেন। এই সফরে মাত্র এক সপ্তার ভিসা ছিল। কিন্তু বাগদাদে পৌঁছিবার কয়েকদিন পর ইরানের সহিত ইরাকের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। তাই সেখানে কুড়ি দিন থাকিতে হইয়াছিল। কুলুখ প্রায় শেষ হইয়া পড়িয়া ছিল। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বাগদাদ অথবা কারবালার মাটি দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক। পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে, বাগদাদের বাহিরে ইরাকের অমূক স্থানে পূর্ব যূগে যেখানে বাদশাহ নওশেরওঁয়ার কিল্লা ছিল সেই স্থানে জমীন খনন করা হইতেছে। সূতরাং তাঁহার নির্দেশ মত সেই স্থান থেকে গভীর গর্তের মাটি নিয়ে আসা হইয়াছিল। ইহা হইল মুজাহিদে মিল্লাতের সরকারে বাগদাদের দরবারের একটি আদব।

হুজুর সরকারে বাগদাদের রওযা পাক হইল সারা দুনিয়ার যিয়ারতগাহ। পৃথিবীর কোন্ কোনা থেকে মানুষ তাঁহার দরবারে না গিয়া থাকে। তাঁহার দরবারে বিদেশী মেহমানদের জন্য মেহমানখানা ও লংগরখানার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদেশী মেহমানদের জন্য তাহাদের বাস ভবনে খানা পৌঁছিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং দেশীয় মেহমানেরা নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা লাইনে দাঁড়াইয়া খানা নিয়া থাকে। পাকিস্তানের কয়েকজন খাদেম লংগরখানায় থাকিত। তাহারা প্রত্যেকেই মুজাহিদে মিল্লাতকে জানিত। তাহারা যথা নিয়মে হজরতের খানা পৌঁছিয়া দিত। মুজাহিদে মিল্লাত সঙ্গীদের বলিলেন — আমাদের এই প্রকারে খানা নেওয়া হইবেনা। আমরা তো সবাই এই দরবারের ফকীর। সূতরাং অন্যদের ন্যায় আমরাও লাইনে দাঁড়াইয়া খানা নিব। ইহা কিন্তু সমস্ত সঙ্গীদের

মনোপুত হইয়া ছিলনা। তবুও তাঁহার সম্মুখে কেহ কিছু না বলিয়া সবার সঙ্গে লাইনে দাঁড়াইয়া খানা নেওয়া আরম্ভ করিলেন। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত নিয়ম মাফিক একদিন গওস পাকের দরবারে তাবার্রুক নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সামনে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল। খাদেম ছেলেটিকে বলিল— তুমি পিছনে যাও। শায়েখকে প্রথমে নিতে দাও। কিন্তু মুজাহিদে মিল্লাত ইহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন — ছেলেটি প্রথম রহিয়াছে, অতএব সে প্রথমে নিবে। আমি পরে নিব। আমি তো এই দরবারের ফকীর। সুবহানাল্লাহ! ইহা ছিল মুজাহিদে মিল্লাতের গওসে আ'জমের দরবারের আদব।

এই সফরে মুজাহিদে মিল্লাত ইরাকের বিভিন্ন স্থানে আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযারগুলির যিয়ারত করিবার সময় যখন নজফ আশরাফে সেই কবরের কাছে পৌঁছিয়া গেলেন যে কবর সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে — ইহা হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর কবর। এই সম্পর্কে মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর কবর সম্পর্কে তিনটি অভিমত রহিয়াছে। প্রথম — এই কবরটি সেই কবর। দ্বিতীয় — তাঁহার কবর দরীয়ায় চলিয়া গিয়াছে। তৃত্বীয় — তাঁহার কবরের সন্ধান নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাসাউফের ময়দানে মুজাহিদে মিল্লাত

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত ইল্মে জাহির ও ইল্মে বাতিনের সঙ্গম ছিলেন। জাহিরী ইল্মের যেমন সমুদ্র ছিলেন, তেমন বাতিনী ইল্মেরও সমুদ্র ছিলেন। যেমন ইল্মে ফিকাহ সম্পর্কে সব সময় চর্চা করিতেন, তেমন ইল্মে তাসাউফ সম্পর্কেও চর্চা করিতেন। বড় বড় আলেমকে তিনি তাসাউফ শিক্ষা দিতেন। তিনি একদা সুফিয়ায় কিরামদিগের একটি কথা নকল করতঃ বলিয়াছিলেন — "আতাম্মুল কুফরে আতাম্মুল ঈমান" অর্থাৎ যাহার কুফরী কামেল হইয়া গিয়াছে তাহার ঈমান কামেল হইয়া গিয়াছে। এই কথার ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন — এখানে 'কুফরী' বলিতে সেই কুফরী নয়, যে কুফরীর কারনে ফকীহগন কাফের বলিয়া থাকেন। বরং এখানে 'কুফর' এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ অস্বীকার। এখন বাক্যের অর্থ এইরূপ হইবে — গায়রুল্লাহ এর প্রতি যাহার অস্বীকার পূর্ন হইয়া যাইবে তাহার ঈমান পূর্ন হইয়া যাইবে।

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত একদিন তাসাউফ সম্পর্কে আলোচনা কালে আউলিয়ায় কিরামদিগের একটি কথা নকল করতঃ বলিয়া ছিলেন — "আল্ ইজিযু আনিল ইদরাকে ইদরাকুন" অর্থাৎ খোদায়ী মা'রেফাতের গভীরতা থেকে অক্ষমতা হইল মা'রেফাত। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মরদে খোদাকে এমনই মা'রেফাত দিয়া থাকেন যে, বান্দা সেখানে পৌঁছিয়া না আরিফকে চিনিতে পারে, না মা'রুফকে চিনিতে পারে। অর্থাৎ মা'রেফাত উহাকে বলা হইয়া থাকে যাহা আরিফকে পুরাপুরি খাইয়া ফেলিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত ারিফ আর আরিফ থাকেনা। ইল্মে মা'রেফাতের এই সূক্ষ্ম তথ্যগুলি সাধারন মানুষ তো দুরের কথা, যে সমস্ত আলেম তাসাউফ থেকে দুরে রহিয়াছেন তাহাদের পর্যন্ত বোধগম্যের বাহিরে। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত জেলখানার ভিতরেও নিজের কাছে তাসাউফের কিতাব রাখিতেন। যথা — দালায়েলুল খয়রাত, শরহে কাসীদায় বুরদা, ফুতুহুল গায়েব ইত্যাদি।

খিলাফত ও ইজাযাত

১৩৪০ হিজরীতে যখন হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের বয়স আঠারো বৎসর। এই সময় তিনি সাহসারাম শুভাগমন করিয়া ছিলেন এবং সেখানে হজরত আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল কাফী সাহেব কুদ্দিসা সিরুহুর পবিত্র হাতে বায়েত গ্রহন করিয়া ছিলেন।

মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান হাশেমী কয়েকজন বুজর্গের নিকট থেকে খিলাফত ও ইজাযাত প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি যাঁহাদের নিকট থেকে খিলাফত ও ইজাযাত পাইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন মুজাহিদে আ'জম ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খান ও মাখদুম শাহ আলী হুসাইন আশরাফী রাহেমা হুমাল্লাহু। অবশ্য ইহাদের বহু পরে ইমাম আহমাদ রেজা রহমা তুল্লাহি আলাইহির ছোট সাহেবজাদা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দও তাঁহাকে খিলাফাত প্রদান করিয়া ছিলেন। তবে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের নিকটে কেহ বায়েত গ্রহন করিতে চাহিলে এবং বায়েত গ্রহনকারী নিজ ইচ্ছায় কোন সিলসিলার নাম উল্লেখ না করিলে তিনি সিলসিলায় ক্বাদেরীয়া রাজ্জাকীয়া বর্কাতীয়া রেজবীয়া ছাড়া অন্য কোন সিলসিলায় মুরীদ করিতেন না।

বিলাদাত ও শিক্ষা জীবন

'বিলাদাত' শব্দের অর্থ জন্ম। ৮ই মুহার্রামুল হারাম ১৩২২ হিজরী অনুযায়ী ইংরাজী ২৬শে মার্চ ১৯০৪ সালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার ধাম নগরে মুজাহিদে মিল্লাত জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। তাঁহার মোহতারম পিতার নাম মোহাম্মাদ আব্দুল মান্নান ও মোহতারমা মাতার নাম হাকীমাতুন্নেসা। তাঁহার বংশীয় সম্পর্ক ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আপন চাচা হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত। এই কারনে তিনি আব্বাসী ছিলেন।

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের মোহতারম পিতা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার জন্য ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া ছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিতে অস্বীকার করিয়া দেন। অতঃপর হজরত মাওলানা শাহ জহুর হুসাম মানিকপুরীকে এলাহাবাদ থেকে ডাকিয়া হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে আরবী পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তারপর হজরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাফী এলাহাবাদীর মাদ্রাসা সুবহানীয়াতে পড়িবার জন্য এলাহাবাদে আসিয়া ছিলেন। ইহার পর তিনি সাদরুশ্ শরীয়ত আল্লামা আমজাদ আলীর ইল্মী খ্যাতির কথা শুনিয়া আজমীর শরীফে মাদ্রাসা মঈনীয়াতে ভর্তি হইয়া ছিলেন। তারপর আজমীর শরীফ থেকে মুরাবাদ পৌঁছিয়া সাদরুল আফাজিল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর নিকটে অনেকগুলি বড় বড় কিতাব পড়িয়া ছিলেন। এই প্রকারে মুজাহিদে মিল্লাত হইয়া ছিলেন হিন্দুস্তানের শীর্ষস্থানীয় উলামায় কিরামদিগের শিষ্য। ফকীহুল হিন্দ হজরত আল্লামা আমজাদ আলী রহমা তুল্লাহি আলাইহির রহমাকে চিনিবার জন্য তাঁহার 'বাহারে শরীয়ত' দুনিয়ার কাছে যথেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অনুরূপ সাদরুল আফাজিল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহির রহমাকে চিনিবার জন্য 'খাযাইনুল ইরফান' দুনিয়ার কাছে যথেষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

মুজাহিদে মিল্লাতের কামনা

হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের কামনা ছিল যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে দাফন হইবেন। যদি ইহা না হইয়া থাকে, তাহাহইলে মক্কা মুকার্রমাতে দাফন হইবেন। আর যদি ইহা না হইয়া থাকে, তাহাহইলে বাগদাদ শরীফে দাফন হইবেন। আর যদি ইহা না হইয়া থাকে, তাহাহইলে এলাহাবাদে মহল্লা হিম্মত গঞ্জে হজরত মুনাওয়ার আলী রহমা তুল্লাহি আলাইহির কবরের কাছে দাফন হইবেন। কিন্তু ধামনগরের ক্বাদেরীদের আকুল আবেদনে ১৩৮৫ হিজরী ১৮ জুমাদাল উলা হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত সাক্ষীদের সম্মুখে ইহা লিখিয়া দস্তখত করিয়া দিয়া ছিলেন — আল্লাহ! ধামনগরের ক্বাদেরীদের মনের আশা সম্পর্কে তুমি ভালই জ্ঞাত রহিয়াছ। অতএব, ধামনগরে রাখিয়াও আমার আবেদনকে পরে পূর্ন করিতে পারো।

মুজাহিদে মিল্লাতের ইন্তেকাল

১৪০১ হিজরী ৬ই জুমাদাল উলা অনুযায়ী ১৩ই মার্চ ১৯৮১ সালে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান হাশেমী আব্বাসী ক্বাদেরী রেজবী ইন্তেকাল করিয়াছেন। ..... ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

বোম্বাই শহরে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে। তাঁহার জানাজা কয়েকবার হইয়া ছিল। প্রথমে বোম্বাইতে জানাজা হইয়া থাকে। তারপর তাঁহাকে উড়ো জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়া থাকে। কলিকাতায়ও তাঁহার জানাজা হইয়া ছিল। অতঃপর কলিকাতা থেকে মুবারক দেহ উড়িষ্যায় আনা হইয়া থাকে। সেখানে শেষ জানাজা হইয়া ধামনগর বাসীদের বাসনা বাস্তব হইয়া যায়। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের মাযার শরীফ ধামনগরে অবস্থিত। এখানে শান শওকাতের সহিত ফুল চাদরে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাঁহার মাযার মুবারক। সারা ভারতের জন্য যিয়ারতগাহ হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ তাঁহার পবিত্র রওজায় উপস্থিত হইয়া রুহানী ফায়েয-হাসেল করিয়া থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক নজরে মুজাহিদে মিল্লাত

১৯০৪————১৯৮১

১৩২২————১৪০১

১৯০৪ সাল অনুযায়ী ১৩২২ হিজরীতে এক সম্ভ্রান্ত জমীদার ঘরে জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন মুজাহিদে মিল্লাত। কায়েদে আহলে সুন্নাত ইমামুত তারীকীন সাইয়েদুল আরিফীন আল্লামা আলহাজ আশ্‌শাহ মোহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ইবনো মোল্লা মোহাম্মাদ আব্দুল মান্নান ওরফে মান্না মিয়া ইবনো মোল্লা মোহাম্মাদ মাযহারুল হক ওরফে মোল্লা মাযহার মিয়া ইবনো মোল্লা মোহাম্মাদ সাদেক আলী ওরফে প্রান মিয়া ইবনো মোল্লা মোহাম্মাদ গোলাম আলী ওরফে মিয়া ধোন মিয়া ইবনো মাওলানা মোহাম্মাদ ওরফে মিয়া সাহেব ইবনো মোল্লা মোহাম্মাদ অসী ইবনো মাওলানা মোহাম্মাদ ত্বাহির ইবনো মাওলানা মোহাম্মাদ সাদিক ইবনো মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ ইয়াকুব ইবনো মাওলানা শাহ খোদা বক্‌শ ইবনো মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ কামাল কারশী হাশেমী আব্বাসী বলখী রাহেমা হুমুল্লাহু তায়ালা আজমাইন। যখন হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের বয়স নয় বৎসর তখন তাঁহার পিতা মান্না মিয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন।

১৩৪০ হিজরীর ৯ই রজব সরকারে মুজাহিদে মিল্লাত তাঁহার আপন চাচা মোহাম্মাদ আব্দুদ্ দাইয়ান সাহেবের বড় কন্যা উম্মে সালমাহ এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। মারহুমা উম্মে সালমাহ অত্যন্ত সোজা সরল স্বামী সেবিকা রমনী ছিলেন। মুজাহিদে মিল্লাত মারহুমাকে পাগলী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মারহুমাহ উম্মে সালমা ইন্তেকালের সময় মুজাহিদে মিল্লাত বাড়ীতে ছিলেন না। হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত বলিয়াছেন — পাগলী আমাকে অয়াদা করিয়া নিয়াছিল যে, যদি আমার পূর্বে তাহার ইন্তেকাল হইয়া যায়, তাহাহইলে আমি যেখানে থাকিব সংবাদ পাইবার সাথে সাথে ফাতিহা করিয়া দিব। আমি বাড়ীতে ছিলাম না কিন্তু সংবাদ পাইবার সাথে সাথে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছি।

১৩৪১ হিজরীতে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত জীবনের প্রথম হজ আদায় করিয়া ছিলেন। এই সময় মক্কা ও মদীনা শরীফে সুন্নীদের রাজত্ব ছিল। মক্কার গভর্নর ছিলেন শরীফ হুসাইন। শরীফের সহিত হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের সাক্ষাত হইয়া ছিল। হজের নিয়াতে তিনি সাত বার আরব শরীফে উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

১৯৩৫ সাল অনুযায়ী ১৩৫৪ হিজরীতে বেরেলী শহরে আহলে সুন্নাতের সহিত দেওবন্দীদের এক ঐতিহাসিক মুনাজারাহ হইয়া ছিল। বেরেলবী পক্ষে মুনাজির ছিলেন মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তান আল্লামা সরদার আহমাদ রেজবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি এবং দেওবন্দী পক্ষে ছিলেন মাওলানা মঞ্জুর নোমানী। সুন্নী পক্ষে সদর বা পরিচালক ছিলেন মুজাহিদে মিল্লাত এবং ওহাবী পক্ষে ছিলেন রওয়ানকে আলী। এই সালে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত এলাহাবাদের এক বিখ্যাত ঈসায়ী পাদরীর সহিত মুনাজারা করতঃ তাহাকে সোচনীয় ভাবে পরাজিত করিয়া দিয়া ছিলেন।

১৯৪৯ সালে মুজাহিদে মিল্লাত 'অল্ ইন্ডিয়া তাবলীগে সীরাত' কায়েম করিয়া ছিলেন। এই সংগঠনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল — সরকারের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুজাহিদে মিল্লাত এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন।

১৯৫৬ সালের ২১/২২শে জানুয়ারী গাজীপুর শহরের টাউন হলে এক মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। এই সভায় মুজাহিদে মিল্লাত জ্বালাময়ী ভাষন দিয়া ছিলেন। যাহার কারনে তাঁহাকে জেল যাইতে হইয়া ছিল। এই সালে তাঁহাকে গাজীপুর জেল থেকে সুলতানপুর জেলখানায় পাঠানো হইয়া ছিল।

১৯৫৭ সালের ২৮শে জুন মুজাহিদে মিল্লাত সুলতানপুর জেলখানার মামলা থেকে মুক্তি পাইয়া ছিলেন। কিন্তু গাজী পুরের মামলা শেষ না হইবার কারনে তাঁহাকে সুলতানপুর থেকে গাজীপুর জেলখানায় আনা হইয়া ছিল। প্রকাশ থাকে যে, এই সালের ২১শে ডিসেম্বর তিনি গাজীপুর মামলা থেকে মুক্তি পাইয়া ছিলেন।

১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় ভারত সরকার তাঁহাকে কয়েক মাস উড়িষ্যার বিরহামপুর জেলখানায় বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিল। ইহাই হইল স্বাধীন ভারতের সুন্দর সংবিধান।

কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?

১৯৭২ সালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় মুজাহিদে মিল্লাতকে রায় বেরেলীর জেলখানায় রাখা হইয়া ছিল। ভারতের প্রতিটি জেলখানা যেন মুজাহিদে মিল্লাতের জন্য তৈরী হইয়াছে।

১৯৭৩ সাল অনুযায়ী ১৩৯২ হিজরীতে মুজাহিদে মিল্লাত হজে গমন করিয়া ছিলেন। সেখানকার ওহাবী ইমামের সহিত তাঁহার বাহাসও হইয়া ছিল।

১৯৭৫ সালে নব্বই বৎসরের বৃদ্ধা স্বরস্বতীকে সাহায্য করিবার কারনে অমুসলিমদের চক্রান্তে একটি কেস খাড়া করিয়া মুজাহিদে মিল্লাতকে উড়িষ্যার ভাদরক জেলখানায় বন্দী করা হইয়া ছিল। এই সালে ৫ই ডিসেম্বর বৃদ্ধার বিস্তারিত বিবরনে তিনি জেল থেকে মুক্তি পাইয়া ছিলেন। এই সালে ইন্দিরা গান্ধী তাঁহাকে মিসায় ভরিয়া দিয়া ছিলেন। মনে হয় এই সমস্ত অন্যায়ের কারনে ইন্দিরা গান্ধীর সুমরন হইয়া ছিল না।

১৯৭৭ সালে মুজাহিদে মিল্লাত মিসা থেকে মুক্তি পাইয়া ছিলেন।

১৯৭৮ সাল অনুযায়ী ১৩৯৮ হিজরীতে বেনারসে আহলে সুন্নাতের সহিত গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহাসিক মুনাজারা হইয়া ছিল। সুন্নী পক্ষে মুনাজির ছিলেন মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা ক্বাদেরী সাহেব কিবলা এবং ওহাবী পক্ষে ছিলেন মাওলানা সাফীউর রহমান। সুন্নী পক্ষের পরিচালনায় ছিলেন মুজাহিদে মিল্লাত এবং ওহাবী পক্ষে ছিলেন মাওলানা আবুল হাসান ওবাইদুল্লাহ।

১৯৭৯ সালের ২৭শে অক্টোবর সৌদী সরকার হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে হজ থেকে মাহরুম করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

১৯৮০ সাল অনুযায়ী ১৪০০ হিজরীতে গওসে আ'যম শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহির রওযা পাক যিয়ারতের জন্য মুজাহিদে মিল্লাত দ্বিতীয়বার বাগদাদ শরীফ গিয়া ছিলেন। এই বৎসর তিনি জীবনের শেষ হজ আদায় করিয়া ছিলেন।

১৯৮১সাল অনুযায়ী ১৪০১ হিজরীতে সুন্নী জগতের যুগো মুজাহিদে মিল্লাত সুন্নী দুনিয়াতে নিজের স্থানকে শূন্য করিয়া দিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ আখেরাত মুখী হইয়া গিয়াছেন।

আমার শেষ কথা

এই বৎসর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে হাওড়া টিকিয়া পাড়া মাদ্রাসা 'জিয়াউল ইসলাম' এর বাৎসরিক জালসায় উপস্থিত হইয়া ছিলাম। সেখানে কয়েকজন হাবিবী আলেম আমার সহিত সাক্ষাত করিয়া আবেদন করিয়া থাকেন যে, আমরা হুজুর হজরত মুজাহিদে মিল্লাতের জীবনের উপর একটি নাম্বার বাহির করিতে যাইতেছি। অবশ্য এই নাম্বার হইবে উর্দু ভাষায়। কিন্তু বাঙ্গালীদের জন্য বাংলা ভাষায় তাঁহার জীবনের উপর একটি কলম থাকিবার খুবই প্রয়োজন বোধ করিতেছি। সূতরাং আপনি এই কাজে আমাদের সাহায্য করিলে খুবই সন্তুষ্ট হইব। আমি তাহাদের এই আবেদনকে না সরাসরি এড়াইতে পারিয়াছি, না মনের দিক দিয়া রাজি হইতে পারিয়াছি। কারন, এই কাজের জন্য সামান্য সময় বাহির করিবার মত অবসর নাই। এই দিন কোন প্রকারে 'না' ও 'হ্যাঁ' এর মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া থাকি। কিন্তু তাহারা আমাকে নাছোড় হইয়া ধরিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর কলিকাতা মেটিয়া বুরুজ ও গার্ডেনরিস এলাকায় বেশ অনেকগুলি জালসা করিয়া থাকি। আমি যেখানে যাই সেখানে তাহাদের কেহ না কেহ একজন আমার সহিত যোগাযোগ করিয়া থাকেন। এইবার আমার মনের মাঝে ধীরে ধীরে মুজাহিদে মিল্লাতের রুহানী আকর্ষন আসিতে আরম্ভ হইয়া গেল। চিন্তা করিলাম যে, যদি হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের উপর সামান্য কলমের কাজ করিয়া দিয়া তাঁহার কদমের কাছে কোন প্রকারে একটু খানি স্থান পাইয়া যাই, তাহাহইলে ইহা হইবে আমার আখেরাতের পথের বড় পাথেয়। পুরাপুরি স্থির করিয়া ফেলিলাম — খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এক কলম লিখিব। কিন্তু তাঁহার জীবনের উপর কোন সতন্ত্র কিতাব আমার কাছে ছিলনা। কেবল আল্লামা আশেকুর রহমান সাহেব কিবলার 'হারফে হাক্কানীয়াত' আমার সম্বল। এই কিতাবের মধ্যে কেবল মুজাহিদে মিল্লাতের সেই মুনাজারা ও বাহাসের বিবরন রহিয়াছে যাহা তাঁহার হজের জীবনগুলিতে মাক্কী ও মাদানী কাজী ও ইমামদের সহিত হইয়াছিল। 'হারফে হাক্কানীয়াত' থেকে মুজাহিদে মিল্লাতের কলমের কাজ শেষ দিকে পৌঁছিবার সময় মনের মাঝে আবার চিন্তা আসিল যে, আমি যাহা করিতেছি তাহাতে তাঁহার পূর্ণ জীবনের উপর মোটামুটি ভাবেও আলোকপাত হইবেনা। কিন্তু আমি যেন নিরুপায়। ঠিক এই সময় ২৪ পরগনার একটি জালসায় মেদিনীপুর পাঁশকুড়ার মাদ্রাসা ক্বাদেরীয়ার মুদার্রিস মাওলানা গোলাম মহিউদ্দীন রেজবী সাহেবের সহিত সাক্ষাত হইয়া যায়। তিনি আমার কলমের কাজ শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, এ বিষয়ে আমি আপনাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহায্য করিব। মাওলানা কেবল মুখের কথায় আমাকে সাহায্য করেন নাই, বরং নিজে মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ সফর করতঃ আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়াছেন মুজাহিদে মিল্লাতের খলীফায় খাস মুফতী আশেকুর রহমানের দুই খানা কিতাব — মারদে জাওযা ও হাবীবে আসীর। এই কিতাবগুলি ধীরস্থির ভাবে দেখিবার অবসর টুকু পাই নাই। এক দিকে নিজের বিভিন্ন কাজ। আবার অপর দিকে হবিবী ভাইদের খুব তড়িঘড়ি চাহিদা। মানুষ যেমন খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিয়া নিজের পানির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দরিয়ার যেখান সেখান থেকে নিজের লোটা ভরিয়া নিয়া থাকে, ঠিক তেমনই অবস্থা হইয়াছে আমার। আল্লামার কিতাবগুলি মুজাহিদে মিল্লাতের জীবনের উপর দরিয়া স্বরূ প। আমি যখন তখন যেখান সেখান থেকে কলমের কাজ করিয়াছি। এই জন্য আমি যতটুকু লিখিয়াছি তাহাতে ধারাবাহিক ভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাজানো গোছানো সম্ভব হয় নাই। যদিও প্রথম কথা শেষে ও শেষ কথা প্রথমে চলিয়া আসিয়াছে। তথাপিও বাঙালীদের জন্য মুজাহিদে মিল্লাতের অমর জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত ভাবে যথেষ্ট আলোকপাত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি।

যে সমস্ত কিতাব থেকে সাহায্য গ্রহন করিয়াছি (ক) হারফে হাক্কানীয়াত (খ) বায়ানুল হাবীব (গ) হাবীবে আসীর (ঘ) মারদে জাওযা (ঙ) তাজকিরায় উলামায় আহলে সুন্নাত ইত্যাদি। সব শেষে সেই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যাহাদের প্রেরনায় ও সাহায্যে হুজুর মুজাহিদে মিল্লাতের ন্যায় একজন মহান সাধকের সম্পর্কে এক কলম লিখিবার সুযোগ পাইয়াছি। রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ! তোমার দরবারে স্বকাতরে আবেদন করিতেছি যে, মুজাহিদে মিল্লাতের উপর কলমের কাজ করিতে আমার যে সময় ব্যয় হইয়যাছে সেই সময় টুকুর বর্কাতে আমার কামনা মুতাবিক কলমের শেষ কাজ সমাপ্ত করিবার তৌফিক দিও। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন। বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ সমাপ্ত ঃ

— ঃ লেখকের কলমে প্রকাশিত ঃ —

(১) — মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
(২) — কাঞ্জুল ঈমান (কুরয়ান শরীফের বিশুদ্ধ তরজমা)
(৩) — সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৪) — দুয়ায় মুস্তফা
(৫) — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(৬) — 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(৭) — সেই মহানায়ক কে?
(৮) — সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৯) —'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১০) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১১) — 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১২) — মাসায়েলে কুরবানী
(১৩) — হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৪) — নারীদের প্রতি এক কলম
(১৫) — সম্পাদকের তিন কলম
(১৬) — সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(১৭) —'সুন্নী কলম' পত্রিকা — তিনটি সংখ্যা
(১৮) — তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম
(১৯) — নফল ও নিয়্যাত
(২০) — দাফনের পূর্বাপর
(২১) — 'আল্ মিস্বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২২) — বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৩) — ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
(২৪) — ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(২৫) — তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য

pdf By Syed Mostafa Sakib